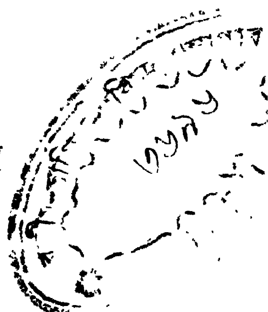


ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী।

চৈতন্যদেব।



শ্রীঅনাথনাথ বসু
প্রণীত।

সিটিবুক সোসাইটী,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক,
শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী।

কলিকাতা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে,
সেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশবাসিগণের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অভিভাবকগণ এক্ষণে আপন আপন সন্তানগণকে স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগেব চরিত আলোচনায় উৎসাহ দান করিতেছেন, ইহা বড় আনন্দের বিষয়। অলীক উপকথার পুস্তক পাঠ করিয়া অনর্থক সময় অতিবাহিত করা অপেক্ষা আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বর্গগত মহাপুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করিলে কোমলমতি বালক বালিকাগণ যে অধিকতর উপকৃত হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই উদ্দেশ্যে আমি সরল ভাষায় বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া অতি সংক্ষেপে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জীবনী প্রকাশ করিলাম। যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল, তাহার কিয়দংশ সফল হইলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পাঠক পাঠিকাগণকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে নবদ্বীপ নগর পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের

আবির্ভাব সময়ে ইহা গঙ্গার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল। ভাগীরথীর স্রোতের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের প্রাকৃতিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি

নিভাড়,
আশ্বিন, ১৩২০।

শ্রীঅনাথনাথ বসু।



চৈতন্যদেব।

প্রথম অধ্যায়।

কলিকাতা হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে, নবদ্বীপ নগর অবস্থিত। এই নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি। অনেক সময় মাতা পিতার গুণের ন্যায় জন্মভূমিরও গুণে লোকের প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে; সেই জন্য শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপের কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ ধর্ম্মালোচনা এবং শাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল বলিয়া সমাদৃত ছিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, গঙ্গাদাস প্রভৃতি অদ্বিতীয় প্রতিভা-শালী পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের গৌরব বর্দ্ধন

করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট উপদেশলাভার্থ দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র ছাত্র সেথানে সমাগত হইতেন এবং তাঁহাদের শাস্ত্র পাঠের ধ্বনিতে নবদ্বীপ নগর সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। যখন নবদ্বীপবাসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃস্নানান্তে গঙ্গাতীরে বসিয়া মুদিত নয়নে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন তখন এক অপূর্ব্ব মনো-মুগ্ধকর দৃশ্য হইত। ভাগীরথীতীরস্থ বৃক্ষরাজির তলে উপবেশন করিয়া পণ্ডিতগণ যখন শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন মনে হইত যেন বৈদিক যুগ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; যেন জ্ঞানসর্ব্বস্ব ঋষিগণ দেশকালের পরিবর্ত্ত-নের সঙ্গে নূতন শাস্ত্র কথা প্রচারের জন্য, সশিষ্য, পুন-র্ব্বার ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপের পূর্ব্ব গৌরব ক্ষীণ হইলেও এখনও ইহা বহু শাস্ত্রদর্শী বিদ্বজ্জনে সমলঙ্কৃত এবং এখনও কাশী, কাঞ্চি প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী এখানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া থাকেন। নবদ্বীপ তিনটী নদীর মোহানায় অবস্থিত ছিল বলিয়া বাণিজ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল এবং বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন এখানে, অনেক সময়, বাস করিতেন। এই নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর নামক স্থানে ১৪০৭ শকের (১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ) ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রজনীতে

নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং নবদ্বীপের অধিবাসিগণ ভক্তিভবে হরি হরি ধ্বনি করিতে-ছিলেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, তাঁহাদিগের আহ্বানে ভগ-বান শ্রীকৃষ্ণ, স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথের আদি নিবাস শ্রীহট্টে। শাস্ত্রালো-চনার এবং গঙ্গাতীরে বাসের সুবিধার জন্য তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নামক নবদ্বীপের জনৈক পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের রূপ, গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন কন্যা শচীদেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ সেই অবধি নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন, শ্রীহট্টের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল।

জগন্নাথ নিজে যেমন ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন তাঁহার পত্নী শচীদেবীও সেইরূপ ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্ত এবং সাধুসেবায় অনুরক্ত ছিলেন। শচী-দেবীর গর্ভে জগন্নাথের ক্রমান্বয়ে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা সকলেই অতি শিশু অব-স্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষে জগন্নাথ ও শচীদেবী

একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। ইঁহার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের জন্মগ্রহণের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জগন্নাথের আর কোনও সন্তান হয় নাই। বিশ্বরূপের আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে জগন্নাথ একবার স্ত্রী, পুত্র লইয়া আপনার আদি বাস স্থান শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন। শচীদেবী সেখানে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হন। জগন্নাথ আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আর নবদ্বীপে ফিরিবেন না এইরূপই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জননী শোভাবতীদেবী একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন মহাপুরুষ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, তোমার পুত্রবধূকে শীঘ্রই নবদ্বীপে প্রেরণ কর, তাঁহার গর্ভে শ্রীভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া শোভাবতীদেবী পুত্রকে অচিরাৎ নবদ্বীপে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন। জননীর আদেশে জগন্নাথ স্ত্রী, পুত্র লইয়া নবদ্বীপের বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। তদবধি তিনি নবদ্বীপেই বাস করিয়াছিলেন, আর শ্রীহট্টে ফিরিয়া যান নাই।

জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একটী নিম্ব বৃক্ষের তলে পত্নীর জন্য একখানি সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই গৃহেই তাঁহার পুত্র চৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর দেহে জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না;

সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে শচীদেবী একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল যে, বালকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। জগন্নাথের আত্মীয়বর্গ ও সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। নবজাত শিশুর মনোহর রূপদর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। জগন্নাথের জননী শোভাবতী দেবীর স্বপ্ন-দর্শনের কথা যাঁহারা অবগত ছিলেন, সভাই কোন মহাপুরুষ শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল।

ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইলে নবজাত কুমারের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর রাখিলেন ; এবং জননী শচীদেবী ও মহিলাগণ কুমারের নাম রাখিলেন নিমাই। নিম্ব বৃক্ষের তলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এবং পিশাচাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বালকের নিমাই নাম রাখা হইয়াছিল। নিমাইএর দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় ছিল বলিয়া অনেকে তাঁহার গৌরাঙ্গ নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যবান্ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেম। নামকরণের সময় জগন্নাথ মিশ্র নানাবিধ দ্রব্য

এবং কয়েকখানি পুঁথি লইয়া নিমাইএর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। বালক নিমাই তাহার মধ্যে ভাগবতখানি লইয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।* যিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন আশৈশব তাঁহার মনের ভাব যে তাহারই অনুরূপ হয়, শ্রীচৈতন্যের এই ভাগবত গ্রন্থ আলিঙ্গন তাহারই প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

নিমাই দেখিতে পরম সুন্দর ছিলেন। একবার তাঁহার মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি যাঁহার নয়নগোচর হইত তাঁহার হৃদয়ে তাহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যাইত। নিমাইকে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে বহুলোকের সমাগম হইত। বালকের শরীরে যেন কি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁহাকে একবার ক্রোড়ে

---

* এ সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে :-

ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বলে, শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচী নন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥

লইলে আর নামাইতে ইচ্ছা হইত না। আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবাসিগণই দিবসের অধিকাংশ সময় নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন; জননী শচীদেবী পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিবার বড় সুযোগ পাইতেন না। নিমাই কেবল দেখিতে সুন্দর ছিলেন না, তাঁহার এমন একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, অতি দুষ্ট প্রকৃতি লোকও তাহার নিকট পরাভূত হইত। কথিত আছে যে, একদিন নিমাইকে পথিমধ্যে পাইয়া দুইজন চোর তাঁহার গায়ের অলঙ্কারগুলি চুরি করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া আপনাদিগের গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞেয় শক্তিবলে অভিভূত হইয়া পথ চিনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা পুনরায় জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্বৃত্তদিগের হৃদয় হইতে তখন অলঙ্কার অপহরণের প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। তাহারা নিমাইকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল, নিমাইও দৌড়িয়া গিয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিলেন। জগন্নাথ ও শচীদেবী পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে হারাধন পাইয়া যেন মৃত শরীরে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিলেন। যে হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া নিমাই উত্তর-কালে সমগ্র বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হরিপ্রেম অতি শৈশবেই তাঁহাতে

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শিশু নিমাই যখন ক্রন্দন আরম্ভ করিতেন, তখন জনক জননীর মধুর সম্ভাষণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে পারিত না। ক্রন্দনের সময় হরিধ্বনি করিলেই তাঁহার ক্রন্দন থামিয়া যাইত এবং তিনি যেন কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। শিশু নিমাই নাচিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার নৃত্যের মধ্যে এমন একটী মধুর ও হৃদয়-উন্মাদকর ভাব ছিল যে তাঁহার সমবয়স্কগণ তাঁহার সহিত না নাচিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নৃত্য দর্শন করিয়া অনেক সময় অনেক বৃদ্ধেরও নাচিবার ইচ্ছা হইত। একদিন একটী বৃদ্ধ নিমাইচাঁদকে নাচিতে দেখিয়া লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে নিমাই অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার শৈশব জীবন অনেকটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৈশব জীবনের অনুরূপ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন জননী যশোদার সহস্র তাড়না উপেক্ষা করিয়া প্রতিবেশিগণের গৃহে নানা উপদ্রব করিতেন, নিমাইও তেমনি জননী শচীদেবীর সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিমাইচাঁদেরও পর গৃহ হইতে গুপ্তভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি ভক্ষণ করা অভ্যাস

ছিল।* ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন নিমাই একটী বিষধর সর্পকে ধরিয়াছিলেন। সর্পটী কিন্তু তাঁহাকে দংশন করে নাই। নিমাই উত্তরকালে পাপিগণকে উদ্ধার করিবেন বলিয়াই যেন কোন অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত তাঁহাকে বিষধরের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। শিশু নিমাইএর দৌরাত্ম্যে জগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী এবং তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিমাইএর পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সমবয়স্ক অপর বালকগণ বিদ্যালয়ে মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তিনি বিদ্যা শিক্ষায় বিন্দুমাত্র মনোনিবেশ না করিয়া সর্ব্বদাই ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় তাঁহার পিতা মাতার নিকট তিরস্কার ভোগ করিতে হইত; কিন্তু তিনি সহাস্য বদনে সেই সকল তিরস্কার সহ্য করিতেন। একমাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপকে নিমাই একটু ভয় করিতেন, কিন্তু অপর কাহাকেও আদৌ ভয় করিতেন না। শচী-

---

* নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥ (চৈ। ভাঃ)

দেবী নিমাইকে অন্যায় কার্য্যের জন্য তাড়না করিলে নিমাই হাসিতে হাসিতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিতেন। জননীর হৃদয় তখন স্নেহে গলিয়া যাইত এবং তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার পুত্রের ন্যায় শান্ত বালক বুঝি আর নাই। নিমাই তাঁহার জনক জননীর কনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তিনি যাহা আবদার করিতেন, তাঁহার পিতা ও মাতা যথাসাধ্য তাহা পূরণ করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে নিমাইএর আবদার কিছু গুরুতর হইত। জগদীশ এবং হিরণ্য নামক জগন্নাথ মিশ্রের দুইজন প্রতি-বেশী প্রতি একাদশীর দিন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেন। নিমাই একবার সেই সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিবার জন্য ভয়ানক ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন। পিতা মাতার নানারূপ সান্ত্বনা এবং হরিধ্বনি নিমাইকে ক্রন্দন হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। বালক কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। শেষে জগদীশ ও হিরণ্য তাঁহাদের নৈবেদ্য নিমাইএর সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—"এই সকল সামগ্রী আমরা শ্রীভগবানের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছি। তুমিই বাল গোপাল, তুমি ইহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গ্রহণ করা হইবে।" এতক্ষণে নিমাইএর ক্রন্দন থামিল। উত্তরকালে 'এই

জগদীশ ও হিরণ্য দুইজনেই নিমাইএর অনুচর হইয়া হরি-প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

নিমাইএর বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলা এবং অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য শচীদেবী সর্ব্বদাই মর্ম্মাহত থাকিতেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে পুত্রের স্বভাব সংশোধিত হইতে পারে তাহা আলোচনা করিবার জন্য শচীদেবী একদিন তাঁহার আত্মীয়া ও প্রতিবেশীনিদিগকে আপন গৃহে আহ্বান করেন। উপস্থিত রমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইকে পাগল বলিয়া তিরস্কার করায় নিমাই বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যতীত জগতে সকলেই পাগল। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহাদিগের সভায় এই স্থির হইল যে, শচীদেবী উত্তমরূপে ষষ্ঠী দেবতার পূজা দিলেই নিমাই তাঁহার কৃপায় শান্ত হইবেন। শচীদেবী কালবিলম্ব না করিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পূজার আয়োজন করিলেন। পাছে নিমাই জানিতে পারিয়া উৎপাত করেন, এই ভয়ে তিনি অতিশয় সাবধানতার সহিত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে নৈবেদ্য লইয়া পূজা দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে নিমাইএর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। 'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' বলিয়া নিমাই নৈবেদ্য হইতে খাদ্য সামগ্রীর

কতক অংশ লইয়া পলায়ন করিলেন। জননী শচীদেবী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেবতার নিকট পুত্রের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পাড়ার ছেলেদের লইয়া নিমাই একটী দল গঠন করিয়া নিজে সর্দ্দার হইলেন এবং নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া প্রতিবাসিগণকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি কিরূপ দুষ্ট স্বভাব হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীহট্ট নিবাসী মুরারি গুপ্ত নামক জনৈক বিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবক নবদ্বীপে পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি নানা বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে তিনি একজন সুচিকিৎসক বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুরারি একদিন পথিমধ্যে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। কথা বলিবার সময় তিনি নানাপ্রকারে হস্ত এবং মস্তক চালনা করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে নিমাই ও তাঁহার সঙ্গিগণ ছিলেন। নিমাই মুরারির হস্ত ও মস্তক চালনার অনুকরণ করিয়া আপনার সহচরগণকে হাসাইতেছিলেন। মুরারি গুপ্ত বালক নিমাইএর এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। নিমাই ইহাতে

ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনি অবিলম্বে এই তিরস্কারের প্রতিশোধ লইবেন। মুরারি গুপ্ত স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহার করিতে বসিলে নিমাইও সেখানে উপস্থিত হইলেন। মুরারির ভোজন যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নিমাই তাঁহার ভোজন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া দিলেন। মুরারি নিমাইএর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিমাই তখন বলিলেন—"দেখ মুরারি, অসার দর্শনশাস্ত্র আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণে আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা কর। যাহারা বলেন যে, ভগবানের সহিত তাঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই, আমি এইরূপে তাহাদের আহার্য্য নষ্ট করিয়া থাকি।" এই কয়টী কথা বলিয়াই তিনি বিদ্যুৎবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মুরারি এই হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, নিমাই একজন সামান্য বালক নহেন। শিশু নিমাইএর কথায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্রুতগতি জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া তাহার পদযুগল ধারণ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। নিমাই মুরারির এবম্প্রকার ব্যবহার দেখিয়া জননীর নিকট পলায়ন করিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি বয়ঃজ্যেষ্ঠের উক্তরূপ

আচরণে কনিষ্ঠেরই অমঙ্গল হয়, এইরূপ মনে করিয়া শচীদেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্র মুরারির প্রতি বিশেষ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। মুরারি যাইবার সময় জগন্নাথকে বলিলেন যে তাঁহার পুত্র যে সামান্য বালক নহেন ইহা অতি শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে।

নিমাইএর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে শান্তিপুর নিবাসী ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফলে তিনি একরূপ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। নিমাই দাদার বড়ই অনুগত ছিলেন। দাদার গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তিনি অদ্বৈতের গৃহে তাঁহাকে ডাকিতে যাইতেন। অদ্বৈত তাঁহার মধুর মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি স্বয়ং গুণগ্রাহী ছিলেন, তাই নিমাইকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে নিমাই সাধারণ বালক নহেন। বিশ্বরূপ দিবারাত্রি অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতেন, সংসারাশ্রমের প্রতি বিন্দুমাত্র মন দিতেন না দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। বিশ্বরূপ এই সংবাদ অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। বিবাহ করিয়া চিরকাল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে যথা নিয়মে

শ্রীহরির চরণ সেবা করা অসম্ভব হইবে এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে শান্তিহীন করিয়া তুলিল। বিশ্বরূপ মনে করিয়াছিলেন যে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলে তিনি ভগবানকে ভুলিয়া যাইবেন এবং তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। একদিকে জনক জননীর আদেশ, অপর দিকে হরিপ্রেম। পিতা মাতার অনুমতি উপেক্ষা করা যেমন অধর্ম্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যগুলি অবহেলা করিয়া সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকাও তদ্রূপ অধর্ম্ম। এরূপ অবস্থায় ভক্ত বিশ্বরূপ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বহু চিন্তার পর, তিনি সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া হরিপাদ পদ্মে আত্ম সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। একবার যিনি ভগবানের প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছেন, সংসারের কোনও প্রলোভনই আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বরূপের একটী মাতুল-পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম লোকনাথ। ইনি বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ। নিমাইএর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বিশ্বরূপের কোনও সহদর কিম্বা সহোদরা ছিলেন না; সুতরাং লোকনাথই তাঁহার সমস্ত স্নেহ এবং ভালবাসার একমাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন। লোকনাথের নিকট বিশ্বরূপ কোন কথাই গোপন করিতেন না; তাঁহার সংসার

ত্যাগের বাসনাও তিনি একদিন লোকনাথের নিকট প্রকাশ করিলেন। বিশ্বরূপ ও লোকনাথ একই গৃহে শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উভয়ে আপন আপন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং গঙ্গাতীরে 'পারাপারের' ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে তখন নৌকা না থাকায় তাঁহারা সাঁতার দিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। বিশ্বরূপ গৃহত্যাগের সময় কেবল জীবনের সম্বল শ্রীমদ্ভগবৎগীতা খানি সঙ্গে লইয়াছিলেন। পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই আশঙ্কায় বিশ্বরূপ এবং লোকনাথ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বরাবর পশ্চিম দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের বয়স তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র; লোকনাথ আবার তাঁহার অপেক্ষাও ছোট। দুইটী ধর্ম্মপ্রাণ বালক নানারূপ পথ ক্লেশ সহ্য করিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিতে লাগিলেন। যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিবাসিগণের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের আহারাদির বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। অবশেষে পুরীসম্প্রদায়ের জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত বিশ্বরূপের পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য উপাধি

ধারণ করিয়া পুরীসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। লোকনাথও শেষে বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক যথা নিয়মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এদিকে রজনী প্রভাতা হইলে জগন্নাথ মিশ্র এবং শচী-দেবী বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কথা অবগত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের কথা শুনিয়া সমগ্র নবদ্বীপবাসী বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। আত্মীয় স্বজনগণের প্রবোধবাক্য জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীকে সান্ত্বনা দান করিতে পারিল না। বিশ্বরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিবেন না, স্ত্রীজাতির কিম্বা সংসারাসক্ত ব্যক্তির সহিত কোনও প্রকার সংশ্রব রাখিবেন না, নিজ গ্রামে বাস করিবেন না এবং উত্তম খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বিশ্বরূপ এবং নিমাই যাহাদের সন্তান সেই জনক, জননী সামান্য নহেন। সুতরাং সন্তানের গৃহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রথমে উভয়েই অস্থির হইলেও, শেষে, তাঁহারা পুত্রের মহৎ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বংশের মধ্যে কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সেই বংশের অশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে *। কিন্তু

* শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"গোষ্ঠীতেপুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটীকুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর যদি কেহ গৃহে ফিরিয়া আইসে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পুত্র যে পথের পথিক হইয়াছেন, জগন্নাথ আর তাঁহাকে সেপথ হইতে ফিরাইবার ইচ্ছা করিলেন না। জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাদের পুত্র আর গৃহে ফিরিয়া না আইসে; সে যেন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপ প্রার্থনা বিশ্বরূপ এবং নিমাইএর জনক জননীরই যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহা বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন।

নিমাই যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণও বিচলিত হইয়া উঠিল। সময়ে সময়ে বিশ্বরূপের জন্য তাঁহার পিতা, মাতা ক্রন্দন করিলে নিমাই স্থির থাকিতে পারিতেন না, তিনিও কাঁদিয়া আকুল হইতেন। অতিরিক্ত ক্রন্দনে পাছে নিমাইচাঁদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী আর কখনও তাঁহার সমক্ষে বিশ্বরূপের জন্য অশ্রুমোচন করিতেন না। নিমাই একদিন তাঁহার জনক জননীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাদের সকল দুঃখ মোচন করিবেন। কথিত আছে, দীক্ষা গ্রহণের

দুই বৎসর কাল পরে, বিশ্বরূপ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ, বিঠোবার অধিষ্ঠানক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এ সংবাদ জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর নিকট গোপন করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের সঙ্গে নিমাইএর স্বভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। যে নিমাইএর দৌরাত্ম্যে জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই নিমাইএর শান্ত ব্যবহারে এখন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। নিমাই মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বিশ্বরূপ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াই সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই, গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাইও জ্ঞানবান হইলে বিশ্বরূপের ন্যায় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবে এই ভাবিয়া তিনি নিমাইএর লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিমাইএর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি পুনর্ব্বার পূর্ণমাত্রায় উৎপাত আরম্ভ করিলেন। প্রতিবেশীরা বিরক্ত হইয়া প্রত্যহ জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর নিকট তাঁহাদের পুত্রের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ

উপস্থিত করিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা স্নেহ বশতঃ পুত্রের অশিষ্ট ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু প্রতি-বেশীরা তাহা পারেন না। নিমাই-এর উপদ্রব আবার কখনও কখনও সীমা অতিক্রম করিত। তিনি উৎসৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই দেবোদ্দেশে অর্পিত নৈবেদ্য হইতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া ভক্ষণ করিতেন। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া তিনি স্নানার্থীদিগকে বড়ই বিরক্ত করিতেন। তিনি কাহারও পূজার ফুল ফেলিয়া দিতেন বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিতেন, প্রাচীনা-দিগকে ধ্যানমগ্না দেখিলে তাঁহাদিগের নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ লইয়া পলায়ন করিতেন, কখনও জলের মধ্যে ডুবিয়া কাহারও পা ধরিয়া গভীর জলে টানিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার উপদ্রবে সকলেই ক্রমে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নিমাই আমোদ করিয়াই এই সকল কার্য্য করিতেন, কিন্তু যাহাতে লোকের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্য কখনও করিতেন না। একদিন শচীদেবী তাঁহাকে দুর্ব্ব্যবহারের জন্য শাস্তি দিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, সন্তান মূর্খ হইলে জনক জননীর কত সুখ তাহা এইবারে ভাল করিয়া বুঝুন।" শচীদেবী জগন্নাথের নিকট এই কথা জানাইয়া পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র

তখন নিমাইকে পড়িবার জন্য পুনর্ব্বার অনুমতি দিলেন। নিমাই গভীর মনঃসংযোগে পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বভাব পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাকে যে বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হইত, তিনি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তাঁহার মেধা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া তাঁহার অধ্যাপক বিস্মিত হইয়াছিলেন।

নিমাই নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার উপনয়ন দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নিমাইএর উপনয়ন-ক্রীয়া সম্পন্ন হয় *। নিমাই মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। তাঁহার সেই নবীন ব্রহ্মচারিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিল। উপনয়নান্তে নিমাই পূর্ব্ববৎ মনঃসংযোগ সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুত্রের স্বভাব-পরিবর্ত্তন এবং বিদ্যালোচনায় মনোযোগ

---

* চূড়ামণি দাস লিখিয়াছেন—

"পীঁড়ায় বসিয়া মিশ্র গঙ্গাদাসে কয়।
দিন করি বিশ্বম্ভরে দেহ উপনয়॥
ভাল যে বুঝিয়া দিন করে গঙ্গাদাস।
অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস॥"

দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী মনের সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগন্নাথের অদৃষ্টে অধিকদিন সে সুখভোগ ঘটিল না। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার শরীর ক্রমশই ভগ্ন হইতে লাগিল। নিমাইএর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জগন্নাথ মিশ্র ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নিমাইএর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়, পিতার মৃত্যুতে যে অত্যন্ত ব্যথিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। তিনি মুমূর্ষু পিতার চরণযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আর আমি আপনাকে ডাকিতে পাইবনা। আপনি আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া কোথায় চলিলেন ?" জগন্নাথ জড়িতস্বরে বলিয়াছিলেন, "বাবা, দুঃখিত হইওনা ; আমি শ্রীভগবানের হস্তে তোমায় অর্পণ করিয়া চলিলাম, তিনিই তোমার সহায় হইবেন।" পুত্র বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বামীও পরলোক গমন করিলেন ; সুতরাং নিমাই ভিন্ন শচীদেবীর সংসারে আর কেহই শান্তির স্থল রহিলেন না। অন্ধের যষ্ঠির ন্যায় নিমাই মাতার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। কি করিলে পুত্রের সুশিক্ষা হয়, ইহাই তখন শচীদেবীর চিন্তার বিষয় হইল। এই সময় নবদ্বীপে গঙ্গাদাস নামে জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ

শাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। শচী-দেবী বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর বচনে তাঁহাকে পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নিমাইএর অসাধারণ প্রতি-ভার কথা গঙ্গাদাস অবগত ছিলেন। তিনি শচীদেবীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিমাইকে ছাত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। টোলের মধ্যে নিমাই সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে শিক্ষক মহাশয় এবং ছাত্রমণ্ডলী বিস্মিত হইতেন *।

কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি নিমাইএর সহপাঠী ছিলেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহারা নিমাইকে একটু কৃপা দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাঁহার সহিত কোনও বিষ-য়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না। নিমাই

---

* চৈতন্য-চরিতে লিখিত আছে—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্র কণ্ঠে কৈল বৃত্তিসূত্রগণ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥

(আদি ১৫ অঃ)

কিন্তু তাঁহাদিগকে ছাড়িতেন না। তাঁহার অসাধারণ তর্ক-শক্তি দেখিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ বিস্মিত হইতেন এবং তাঁহাকে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি পঠদ্দশাতেই ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। সেই টীকা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময় বর্ত্তমান ছিলেন। ব্যাকরণ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নিমাই তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় নবদ্বীপের অপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রঘুনাথ পরে "দিধীতি" নামে ন্যায়ের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নিমাই ও রঘুনাথ উভয়েই একসঙ্গে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। উভয়েই বিদ্যা, বুদ্ধিতে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রঘুনাথের বিশ্বাস ছিল যে, ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। কিন্তু বালক নিমাইএর বিদ্যাবুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় রঘুনাথকে ন্যায়ের একটী কঠিন প্রশ্ন দিয়া

তাহার উত্তর স্থির করিতে বলেন। অনেক চিন্তার পর প্রশ্নটীর উত্তর স্থির করিয়া রঘুনাথ রন্ধন করিতেছেন এমন সময় নিমাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি যে আজ এত বেলায় রাঁধিতেছ ?" উত্তরে রঘুনাথ বলিলেন,"সার্ব্বভৌম মহাশয় একটি প্রশ্ন দিয়াছিলেন তাহার উত্তর স্থির করিতেই অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে।" কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নিমাই প্রশ্নটি কি জানিতে চাহিলেন। রঘুনাথ প্রশ্নটি বলিবামাত্রই নিমাই তাহার উত্তর বলিয়া দিলেন। রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন ; তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হইল এবং নিমাইএর সহিত তুলনায় তিনি আপনাকে অতি হীনবুদ্ধি জ্ঞান করিলেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নাম ও যশের জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা অন্য অনেক বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু নাম ও যশের বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। নিমাইএর প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তিনি নাম ও যশের প্রয়াসী ছিলেন না। বিশেষতঃ পরের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি অকাতরে নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী রঘুনাথ যখন ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকা "দিধীতি" রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন নিমাইও ন্যায়শাস্ত্রের একখানি টীকা প্রণয়ন করিতে-

ছিলেন। রঘুনাথ এই কথা জানিতে পারিয়া একেবারে হতাস হইয়া পড়িলেন। নিমাইর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা অসম্ভব এ কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নিমাই-এর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নিমাই একদিন গঙ্গা অতিক্রম করিবার সময় নৌকায় বসিয়া আপন রচনার কিয়দংশ তাঁহাকে শুনাইলেন। রঘুনাথ শুনিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই সহাধ্যায়ীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ বলিলেন, "ভাই নিমাই, দিধীতি প্রকাশ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এই আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তোমার পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমার পুস্তক কেহ স্পর্শ করিবে না, সুতরাং আমার আশাও ফলবতী হইবে না।" নিমাই বলিলেন, "ইহার জন্য দুঃখ কি? আমার পুস্তক যদি তোমার যশোলাভের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তবে সে পুস্তকে আমার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তিনি স্বরচিত পাণ্ডুলিপি খানি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই দিন হইতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। নিমাইএর কার্য্য দেখিয়া রঘুনাথের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। পরোপকার হেতু স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে,

কিন্তু এরূপভাবে যশোমানের বাসনা পরিত্যাগ করা অসাধা-রণ সহৃদয়তার পরিচায়ক।

ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় নিমাইএর পাঠ সমাপ্তি হইল। তিনি একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া স্বয়ং অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাকরণ এবং শব্দশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় বল্লভ আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাই-এর বিবাহ হয়। অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা থাকিলেও নিমাই বালস্বভাবসুলভ চপলতার জন্য অনেক সময় নবদ্বীপের অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইতেন। অধ্যাপকের যেরূপ গাম্ভীর্য্য থাকা আবশ্যক নিমাইএ তাহার কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। ষোড়শ বর্ষীয় বালকের নিকট সেরূপ গাম্ভীর্য্যের আশাই বা কিরূপে করা যাইতে পারে ?

অনেক সময় তিনি আপনার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। নিমাই যখন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আপন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজপথে বহির্গত হইতেন, তখন নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহার প্রতিভা-সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেন। উত্তরকালে

যাঁহারা নিমাইএর সেবক, সহচর ও অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের সহিত তাঁহার এই সময় পরিচয় হয়। প্রথম মুকুন্দ দত্ত, দ্বিতীয় গদাধর এবং তৃতীয় শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী। মুকুন্দ চট্টগ্রামবাসী জনৈক বৈদ্যসন্তান। অধ্যয়নের জন্যই তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি একজন সুগায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গদাধরের পিতার নাম মাধব মিশ্র। নিমাই গদাধর অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। তিনি গদাধরের সুন্দর মূর্ত্তি, নির্ম্মল চরিত্র এবং প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্টে বাস করিতেন এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে একদিন নিমাইএর সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নিমাইকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে যোগসিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইএর অনুরোধে একদিন তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরপুরী ও গদাধর নিমাইএর গৃহে আগমন করিতেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, নিমাই ও গদাধর একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেন। এইরূপে

কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নিমাই একবার পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থান কালে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। নিমাই দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সংবাদ অবগত হইলেন এবং প্রথম শোকাবেগ সম্বরণের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ের তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের একটী আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করা গেল। পূর্ব্বকালে যাঁহারা পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, তাঁহারা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইতেন। রাজারা যেরূপ দেশ জয় করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইতেন এইরূপ পণ্ডিতগণও সেই প্রকার আপনাদিগের শিষ্য-সেবকগণকে সঙ্গে লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। এই সময়ে কেশব নামে জনৈক পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাঁহার সহিত বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। লোকে বলিত যে, দিগ্বিজয়ী সরস্বতীকে বশীভূত করিয়াছেন, সুতরাং

কেহই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। কেশব পণ্ডিতের অহঙ্কারের সীমা রহিল না। একদিন নিমাই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ভাগীরথী-তীরে উপবেশন করিয়া শিষ্য-গণ সহ শাস্ত্রালাপ করিতেছেন এমন সময় দিগ্বিজয়ী কেশব পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "নিমাই তুমি নাকি একজন খুব বড় পণ্ডিত হইয়াছ?" বিনীত ভাবে নিমাই উত্তর করিলেন, "আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, আপনি একজন বিখ্যাত কবি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন, আমরা শ্রবণ করিয়া পাপ-মুক্ত হই।" কেশব পণ্ডিত নিমাইএর কথা শুনিয়া কতকগুলি শ্লোক তখনই রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। নিমাই নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী পুনরাবৃত্তি করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্ষা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা"।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার রচিত শ্লোকের কেহই দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। তিনি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার

কবিতা কেমন শুনিলে? ইহাতে কোনও দোষ আছে কি"? নিমাই তাঁহার কবিতার দোষ প্রদর্শনে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া শ্লোকের কয়েকটী দোষ দেখাইয়া দিলেন। আত্মাভিমানী পণ্ডিতের আর বাক্যস্ফুরণ হইলনা। তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া নিমাইএর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনার সঙ্গের দ্রব্যাদি নবদ্বীপবাসী দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া নবদ্বীপ হইতে অদৃশ্য হইলেন। নিমাইএর নিকট কেশব পণ্ডিতের পরাজয়-বার্ত্তা নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ নিমাইএর বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্রের জয়লাভে শচীদেবীরও আনন্দের সীমা রহিল না।

নিমাইএর পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য শচীদেবী সদ্‌গুণ সম্পন্না পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গাস্নানান্তে পূজা করিতে বসিলে প্রতিদিন একটী বালিকা আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিত। বালিকার মধুর ভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটী রাজ-পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তাঁহার প্রকৃতিও তেমনই মধুর ছিল। সনাতন মিশ্রও কন্যার জন্য এই সময়

পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। নিমাইএর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রূপে, গুণে তাঁহার সমতুল্য পাত্র তখন সনাতন মিশ্রের স্বসমাজে আর কেহ ছিলেন না। সুতরাং নিমাইএর হস্তে কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অর্পণ করিবার জন্য সনাতন অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। উভয় পক্ষের মত হইলে, শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, নিমাইএর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়াছিল। জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবং নিমাইএর শিষ্যগণ এই বিবাহের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে এরূপ সমারোহের বিবাহ তৎকালে অতি অল্পই হইয়াছিল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে গয়া যাইবার পথ তখন বিশেষ সুগম ছিল না। কিন্তু পুত্র ধর্ম্মকার্য্যে গমন করিতেছে ভাবিয়া জননী শচীদেবী গমনকালে তাঁহাকে বাধা দেন নাই। ১৪৩০ শকের (১৫০৮ খৃঃ অঃ) ভাদ্র মাসে নিমাই তাঁহার মেসোমহাশয় চন্দ্রশেখর এবং কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়াধাম হইতে তাঁহার জীবনের যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, পথেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। পথে তীর্থ দর্শন করিয়া যাইতে

যাইতে তাঁহার প্রকৃতি ক্রমশই গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। সঙ্গীদিগের সহিত আধ্যাত্মিক কথোপকথনে সময় অতিবাহিত করিতে করিতে নিমাই মধুসূদন দর্শনের জন্য ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মন্দারে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও জ্বরের কোন উপশম হইল না দেখিয়া চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শেষে নিমাই স্বয়ং তাঁহার জ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ভক্তিভরে বিপ্রপাদোদক পান করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার জ্বর-বিচ্ছেদ ঘটিল। জ্বরমুক্ত হইয়া নিমাই সঙ্গিগণসহ ক্রমে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন।

গয়া হিন্দুদিগের একটী অতি প্রধান তীর্থ। সমগ্র হিন্দু জাতির বিশ্বাস যে, ভগবানের পাদপদ্ম এখানে বিরাজিত এবং তাহার উপর পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার লাভ করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই হিন্দু নরনারীগণ এখানে আসিয়া থাকেন। নিমাই গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেমিক না হইলে ভগবানের লীলা কেহ বুঝিতে পারেন না। নিমাইএর পূর্ব্বে এবং পরে কত লক্ষ লক্ষ

নরনারী সেই পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার ন্যায় প্রেমদৃষ্টিতে তাহা দেখেন নাই। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গদাধরের পাদপদ্মের সম্মুখে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। তীর্থযাত্রীরা নিমাইএর এই মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। বহুক্ষণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিমাই ভাবাবেশে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া যেমন ধরাতলে পতিত হইবেন অমনি সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

সন্ন্যাসীর অঙ্গস্পর্শে নিমাই চৈতন্যলাভ করিলেন। ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপ ত্যাগের পর নিমাইএর সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ঈশ্বরপুরীকে হঠাৎ সেখানে দেখিতে পাইয়া নিমাই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। গয়ায় অবস্থান কালে নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে দশাক্ষরে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন*।

* চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥

চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র যেমন উথলিয়া উঠে, গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণের সঙ্গে নিমাইএর প্রেমসিন্ধু তেমনি উথলিয়া উঠিল। বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধই যেন রহিত হইয়া গেল। অনেক সময় তিনি "বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আমার, আমায় ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব ?" ইত্যাদি বলিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। যাঁহারা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে যাইতেন তাঁহারাও তাঁহার ভাব দেখিয়া গদ্গদ হইয়া পড়িতেন। নিমাই গয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং চন্দ্রশেখর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে নিমাই নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।



পুরীবলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তাঁর স্থানে শিক্ষা গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

গয়া হইতে নিমাইএর গৃহপ্রত্যাগমনের সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে নবদ্বীপে প্রচারিত হইল। জননী শচীদেবী অনেক দিনের পর নিমাইচাঁদকে ঘরে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। পতিপরায়ণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নিমাইএর আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। যে বালকের অশিষ্টতায় সমগ্র নবদ্বীপ এক সময় অস্থির হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার ধীর ও প্রশান্ত ভাব দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নিমাইএর প্রকৃতিতে আর সে পূর্ব্বের চপলতা ছিল না, এক্ষণে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তায় নিমগ্ন। সাধারণ লোকে তাঁহার এই চিন্তার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিত না, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ প্রেমিক লোকেরা তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিতেন যে, নিমাই বাহিরের সকল কথা ভুলিয়া দিবারাত্রি প্রাণের মধ্যে কেবল সেই ভগবানকেই

দেখিতেছেন, তাই তাঁহার বাহ্‌জ্ঞান নাই। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাব নিমাইএর হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিত তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার মধুর মূর্ত্তিকে মধুরতর করিয়া তুলিত। সে সময় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভক্তির অবতার বলিয়া মনে হইত। সংসারের কোনও বিষয়ে লিপ্ত না হইয়া নিমাই সর্ব্বদা ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তনে জননী শচীদেবী বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইলেন। পুত্রের আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগ, সংসারে উদাসীন ভাব, সর্ব্বদা অশ্রু-বিসর্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি অতিশয় মনের কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, নিমাইচাঁদ অন্যান্য যুবকদিগের ন্যায় সাংসারিক সুখে সুখী হউক, কিন্তু হায়, তিনি জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র সাধারণ যুবকগণ অপেক্ষা কত মহত্তর আদর্শ লাভ করিয়াছেন। শচীদেবী জানিতেন না যে, যে মহৎ চিন্তা ও আনন্দ তাঁহার পুত্রের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার নিকট সাংসারিক চিন্তা ও সুখ কত তুচ্ছ।

একদিন অপরাহ্ণে মুরারি, শ্রীমান, সদাশিব প্রভৃতি নিমাইএর কতিপয় বন্ধু তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমবেত হন। গয়াধামে শ্রীভগ-

বানের পাদপদ্মের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া নিমাই নিস্তব্ধ হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। মুরারি একজন সুচিকিৎসক ছিলেন একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে; তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে নিমাইএর শীঘ্রই চৈতন্য সম্পাদন হইল। জ্ঞানলাভ করিবার পর নিমাই কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। কিয়ংক্ষণ পরে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে পর-দিবস গঙ্গাতীরবাসী শুক্লাম্বর নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত হইতে বলিলেন। সেইখানেই তাঁহাদের কথোপ-কথন হইবে, এইরূপ স্থির হইল। মুরারি, সদাশিব প্রভৃতি বন্ধুগণ নিমাইএর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে নিমাই আপন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া কতকগুলি সুবাসিত কুসুম লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াই নিমাই অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জননী শচীদেবীর নিকট গমন করিয়া স্বামীর অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন। শচী-দেবী শ্রবণ মাত্রই পুত্রবধুর সহিত নিমাইএর শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। জননীর আগমনে নিমাইএর হৃদয়ের ভাব যেন আরও উথলিয়া উঠিল; তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিকতর অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিমাই বলিলেন, "মা, আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" ভাবোন্মত্ত নিমাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনী অতিবাহিত হইল।

শ্রীবাস পণ্ডিত নিমাইএর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের একজন সুহৃৎ ছিলেন। তিনি নিমাইকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুষ্পোদ্যানে শ্রীমান প্রত্যহ পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেন। শ্রীমানের নিকট শ্রীবাস নিমাইএর সকল কথা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। নিমাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বঙ্গে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুরারি, সদাশিব এবং শ্রীমান সন্ন্যাসী শুক্লাম্বরের গৃহে সমবেত হইলেন। নিমাই শুক্লাম্বরের গৃহে তীর্থ-ভ্রমণ ও ভগবানের পাদপদ্মের বিবরণ বর্ণনা করিবেন একথা গদাধর শ্রীমানের নিকট শুনিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও শুক্লাম্বরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিমাই কর্ত্তৃক আহূত হন নাই বলিয়া তিনি একটী গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, নিমাইএর সহিত দেখা করিলেন না। নিমাই শুক্লাম্বরের

বাটীতে উপস্থিত হইয়া বন্ধুবর্গকে দেখিবামাত্রই "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া মূৰ্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ দেখিয়া মুরারি বড় ভীত হইলেন। মুখে বহুক্ষণ শীতল বারি প্রয়োগ করিবার পর নিমাই সংজ্ঞা-লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধুগণের দিকে চাহিয়া রহি-লেন। ক্ষণকাল পরেই "শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন" এই কথা বলিয়াই নিমাই পুনর্ব্বার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনেক চেষ্টার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাঁহার চৈতন্য লোপ হওয়াতে বন্ধুগণকে যে কথা বলিবার জন্য তিনি শুক্লাম্বরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন তাহা আর বলা হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইল। এই সময় গদাধর গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া নিমাই-এর চরণ বন্দনা করিলেন।

গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর নিমাই একদিন তাঁহার শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাসকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। অধ্যা-পক গঙ্গাদাস তাঁহাকে পুনরায় চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিলেন। গুরুর পরামর্শ অনুসারে নিমাই পুনরায় টোল খুলিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় বহু শিক্ষার্থীও উপস্থিত হইল। কিন্তু নিমাই আর তখন সেই পূর্ব্বের নিমাই পণ্ডিত ছিলেন

না; তিনি তখন ভক্ত নিমাই হইয়াছিলেন। ভগবচ্চিন্তা-তেই তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; অন্য চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে যেমন তিনি শ্রীহরিকে দর্শন করিতেন, সকল গ্রন্থ, সকল শাস্ত্রের মধ্যে তেমনি তিনি হরিনাম পাঠ করিতেন। নিমাই অধ্যাপনা-কালে গ্রন্থোক্ত বিষয়ে আদৌ মনোযোগ না দিয়া, সর্ব্বদাই ছাত্রগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করিতেন। ভগ-বানের পাদপদ্ম-লাভই যে মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে কেবল এই শিক্ষাই প্রদান করি-তেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণত আর তাঁহার ন্যায় ভগবৎ-প্রেম পিপাসু হন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে অধ্যাপনা কার্য্যে অমনোযোগী দেখিয়া, সাক্ষাতে কোনও কথা না বলিলেও, তাঁহার অসাক্ষাতে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। একথা ক্রমে পণ্ডিত গঙ্গাদাসের শ্রবণগোচর হইল। তিনি নিমাই এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে নিমাই একদিন প্রাতঃকালে সশিষ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাদাস বলি-লেন,"নিমাই, তুমি ছাত্রগণকে নিয়মমত শিক্ষাদান না করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত কর শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তোমার ছাত্রগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও নিকট

যাইতে স্বীকৃত নহে; এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে একান্ত মনে শিক্ষাদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।” নিমাই অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার ছাত্রগণের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া শিক্ষা-গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই দিন তিনি শিষ্যগণের সহিত সন্ধ্যার সময় রত্নগর্ভ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রত্নগর্ভের বাটী শ্রীহট্টে ছিল। নিমাই ছাত্রগণকে মনোযোগের সহিত পড়াইতেছেন এমন সময় রত্নগর্ভ সন্ধ্যা বন্দনা করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

“শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু প্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জহাসং॥”

নিমাই শ্লোকটী শ্রবণ মাত্র “হা কৃষ্ণ” বলিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জ্ঞান সঞ্চারের পর নিমাই প্রেমভরে রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে নিমাই চতুষ্পাঠীতে বসিয়া ছাত্র-

গণকে বলিলেন, "তোমরা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিকট হইতে যে কোনও সাহায্য পাইতেছ না তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিবার সময় আমার হৃদয় মধ্যে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা উদয় হয়। এরূপ অবস্থায় তোমাদিগকে শিক্ষাদান করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার ইচ্ছা, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা কর।" প্রত্যুত্তরে তাঁহার ছাত্রগণ সমস্বরে বলিলেন, "আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও নিকট পড়িতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা যেন কখনও ভুলিয়া না যাই।" ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া নিমাই তখন বলিলেন, "আমি যদি তোমাদের কোনও উপকার করিয়া থাকি, তবে তাহার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া একবার হরি-সংকীর্ত্তন কর।" এই বলিয়া নিমাই মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া সংকীর্ত্তন শিখাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ছাত্রগণ গাহিতে লাগিলেন,—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায়, কেশবায়, গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥"

নিমাইএর টোলে যেন ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। তাঁহার মধুর ভাব দর্শন করিয়া কাহারও প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং কাহারও বা নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। যাঁহারা দর্শকরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও নিমাইএর ভক্তির স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। এই ঘটনার পর নিমাইএর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার অনুচর হইয়া বৈরাগ্য পথের পথিক হইলেন।

হৃদয়ে ভক্তি না থাকিলে ভক্তকে চিনিতে পারা যায় না। নিমাইএর ধর্ম্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কতকগুলি হিংস্র স্বভাব অধ্যাপক নবদ্বীপে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন যে, নিমাই উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শচীদেবীকে এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে, নিমাইকে বন্ধন করিয়া দিবা রাত্রি তাঁহার মস্তকে শীতল জল সেচন করিলে তিনি সুস্থ হইতে পারেন। শচীদেবী এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইলেন। তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভক্ত শ্রীবাস আসিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। নিমাই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হউন, শ্রীবাসের বড় ইচ্ছা ছিল; এক্ষণে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত দেখিয়া শ্রীবাসের আনন্দের সীমা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিলে শ্রীবাস নিমাইকে আলিঙ্গন করিলেন। এই

আলিঙ্গনে শ্রীবাসের হৃদয় মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। নিমাই যে বিকারগ্রস্ত নহেন, তাঁহার হৃদয় যে কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ, এ কথা তিনি শচীদেবীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শচীদেবী শ্রীবাসের কথায় একটু সুস্থির হইলেন। কিন্তু পাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিতা থাকিতেন। শ্রীবাস যাইবার সময় নিমাইকে বলিলেন, "প্রতিদিন রাত্রে আমার গৃহে যাইও, উভয়ে একত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিব।"

নিমাই প্রত্যহ প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গদাধর প্রভৃতি বয়স্যগণ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। পথিমধ্যে কোনও ভক্তকে দেখিলে নিমাই তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেন; যাঁহাকে প্রণাম করিতেন তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন। সেবা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হয় না, সেবাই ধর্ম্মলাভের প্রধান উপায়; তাই নিমাই কাহারও পরিধেয় বস্ত্র, কাহারও ফুলের সাজি স্বয়ং গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেন। গঙ্গায় কাহারও মৃত্তিকা আনিয়া দিতেন কাহারও বা পূজার জল তুলিয়া দিতেন। কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি বলিতেন,—

"তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।" (চৈ। ভা)।

"কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন," ভক্তগণ এই বলিয়া নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং নিমাই বিনয়নম্র মস্তকে সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন। নবদ্বীপে নিমাইএর কথা লইয়া মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ বা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন আবার কেহ বা তাঁহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আনন্দের সীমা রহিল না। ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্য নিমাইচাঁদের ভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান যদি সত্য সত্যই নিমাইরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট আগমন করিবেন। নিমাই একদিন গদাধরের সহিত হঠাৎ ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন তুলসীর সেবা করিতেছিলেন; তাঁহাকে দর্শন মাত্রই নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অদ্বৈত আচার্য্য ধূপদীপ, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার চরণ যুগল পূজা করিলেন এবং নারায়ণের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। নিমাই চৈতন্যলাভের পর অদ্বৈতকে বলিলেন, "তুমি দয়াময় আমাকে উদ্ধার কর। আজ আমার ভাগ্য

সুপ্রসন্ন বলিয়া তোমার চরণ দর্শন পাইলাম।" অদ্বৈত নিমাইএর এইরূপ কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইলেন; নিমাই সত্য ভগবান কি না এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য শেষে তিনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে নিজ বাটীতে গমন করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার এইরূপ মনে হইতে লাগিল যে, নিমাই সত্যই যদি ভগবান হন তবে অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন দিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।



শ্রীবাসের বিশেষ অনুরোধে নিমাই একরাত্রি তাঁহার গৃহে সংকীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। মুকুন্দ দত্ত, মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিমাই মধ্যস্থলে এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। নিমাই কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি কখনও হাসিতে লাগিলেন, আবার কখনও বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। সহচরগণ তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। নিমাই হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও হারাইয়াছি। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের সময় একদিন প্রাতঃকালে গৌড়ের নিকট কানাইনাট্যশালা গ্রামে একটি কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল শিশু হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া

সহসা অদৃশ্য হইলেন। তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, আর আমি দেখিতে পাইলাম না” *। যে কথা বলিবার জন্য পূর্ব্বে নিমাই তাঁহার বন্ধুবর্গকে শুক্লাম্বরের গৃহে সমবেত হইতে বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন। নিমাই পুনরায় অচৈতন্য হইলেন। সেই রজনীতে যাঁহারা তাঁহার মধুর ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, প্রেমানন্দে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। অয়স্কান্ত মণির স্পর্শে লৌহ যখন তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়,

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যাহা লিখিত আছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"কানাঞির নাট্যশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হইতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটীর পরিধান।
মকর কুন্তল শোভে কমল নয়ন॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥"

অপর লৌহও তখন তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান যখন নিমাইএর হৃদয় নিজের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মধুর ভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, সকলেই যে মুগ্ধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভক্ত ভগবানের ভাবে অপরকেও যেমন মোহিত করেন, নিজেও তেমনি মোহিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তিনি আপনার মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। একদিন নিমাই একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর একটী তাম্বুল লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিমাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?" গদাধর উত্তর করিলেন, "তোমার হৃদয় মধ্যে।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য, উন্মত্তের ন্যায়, দুই হস্তের নখর দ্বারা, আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। গদাধর তাঁহার হস্ত ধরিয়া নিরস্ত করিলেন।

নিমাইএর গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর নবদ্বীপস্থ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দিন দিন ভক্তিস্রোত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্তগণ কোনও দিন নিমাইএর গৃহে, কোনও দিন বা শ্রীবাসের গৃহে নিমাইকে লইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে

বসিতেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে নিমাই কখনও ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, কখনও "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন আবার কখনও বা মধুর হাস্যে ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে অবিরল ধারায় ঘর্ম্ম নির্গত হইত। এক এক সময় তাঁহার শরীরের উত্তাপ এত বর্দ্ধিত হইত যে, দেহে চন্দন লেপন করিবামাত্রই তাহা শুকাইয়া যাইত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দেহে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইত। নিমাই এক দিন বন্ধুগণকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় মুকুন্দ সুমিষ্ট স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিমাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেদিনকার নৃত্যের মধ্যে মধুর ভাব ছিল না, তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে এতদূর আনন্দ হইত যে তিনি না নাচিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া "হরিবোল, হরিবোল" বলিতে বলিতে নিমাই তাঁহার প্রিয় অনুচরগণের সহিত মনের সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েকমাস অতীত হইল। নিমাই মনের আনন্দে কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী

হইয়া কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বিমুখ করিতেন না। জননী শচীদেবী হইতে পথের কাঙ্গালকে পর্য্যন্ত নিমাই কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে লাগিলেন। গদাধর ও শুক্লাম্বর কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী হইলে গদাধর সহজেই পাইয়াছিলেন, কিন্তু শুক্লাম্বর দম্ভের সহিত প্রেমভিক্ষা করায় নিমাই প্রথমে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। শুক্লাম্বর ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নিমাইএর হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি শুক্লাম্বরকে কৃষ্ণ-প্রেম না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে নিমাইচাঁদের কীর্ত্তনের দল বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। পাছে অপর লোক আসিয়া বিরক্ত করে, এই আশঙ্কায় ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাটীর বহির্দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিতেন। বাহি-রের লোকেরা ভিতরে আসিতে না পারিয়া এবং গৃহমধ্যে কি হইতেছে জানিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপর নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিত নিমাই তান্ত্রিক; তিনি মদ্য, মাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া গোপনে কুক্রিয়া করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কেবল কুৎসা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, কাজির নিকট এই মর্ম্মে

অভিযোগ করিল যে, নিমাই কতকগুলি নাস্তিকের পাণ্ডা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কাজি শুনিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন স্থির করিলেন। এই সময় নবদ্বীপের কয়েকজন হিংস্রস্বভাব অধ্যাপক নিমাইকে ভয় দেখাইয়া দেশত্যাগী করিবার জন্য একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নিমাই, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত আছ, কিন্তু যবনসৈন্য তোমাকে বন্দী করিবার জন্য আগমন করিতেছে। এখন তোমার এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।" নিমাই প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "সবই রাজার দেশ, কোথায় পলায়ন করিব?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজিত, তাঁহার আবার ভয় কোথায়? অধ্যাপকগণের কথায় নিমাই নিজে ভীত না হইলেও শ্রীবাস প্রভৃতি তাঁহার ভক্তগণ মনে মনে একটু ভয় পাইয়াছিলেন।

একদিন শ্রীবাস আপনার ঠাকুর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পূজা করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে কে যেন তাঁহাকে দ্বার খুলিতে বলিতেছেন। তিনি বিরক্তির সহিত দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে নিমাইচাঁদ দণ্ডায়মান। নিমাইকে দেখিয়া শ্রীবাসের বিরক্তি দূর হইল। নিমাই কোনও কথা না বলিয়া গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা দূরে রাখিয়া স্বয়ং সেইখানে উপবেশন করিলেন। শ্রীবাস দেখিলেন, তাঁহার শরীরের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে গৃহ খানি উদ্ভাসিত; দেখিয়া শ্রীবাসের বাক্‌শক্তি রহিত হইল; তিনি নীরবে করযোড়ে সিংহাসনোপবিষ্ট নিমাইএর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিমাই বলিলেন, "শ্রীবাস, আমি আসিয়াছি, আমাকে অভিষেক কর।" শ্রীবাস অনিমেষ নেত্রে নিমাইএর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নিমাইএর কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে ভগবান জ্ঞানে অভিষেক করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহোদরগণ এবং অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ শীঘ্রই গঙ্গাজল, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। যথানিয়মে শ্রীবাস নিমাইএর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অভিষেকান্তে নিমাই বিষ্ণুসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিলেন এবং শ্রীবাস ও তাঁহার সহোদরগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে আরাধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের বাটীর মহিলাগণ নিমাইএর চরণে প্রণাম করিলে, নিমাই তাঁহাদিগের মস্তকে চরণ রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা মুসলমান শাসনকর্ত্তার ভয়ে ভীত হইও না; আমি

তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে বশীভূত করিব।” মানব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শ্রীবাসকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য তিনি শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমাতে কৃষ্ণপ্রেম হউক।” এই কথা বলিবামাত্র বালিকা “হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ” বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া নিমাই “উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব, এখন চলিলাম” বলিয়া বিষ্ণুসিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। চৈতন্যলাভের পর নিমাই আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময় পরম ভক্ত নিত্যানন্দের সহিত নিমাইএর মিলন হয়। নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্র গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিংশ বৎসর নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেখানে সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরী তাঁহার বৃন্দাবনে আগমনের কারণ অবগত হইয়া বলেন,

"সাধু, শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাই, তিনি নবদ্বীপে রহিয়াছেন। সেখানে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত। তুমি সেখানে গমন কর, তাঁহার দর্শন পাইবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীনন্দন আচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভক্তের জন্য ভগবানের প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। নিত্যানন্দ যে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, নিমাই তাহা অন্তরে বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার পার্ষদগণ সমভি-ব্যহারে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ বয়সে নিমাই অপেক্ষা বড়। উভয়ের মিলনে বোধ হইল যেন কৃষ্ণ বলরাম জীবের উদ্ধার সাধনার্থ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিত্যানন্দ একদিন নিমাইএর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনার কমণ্ডলু ও দণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নিমাইএর এই মূর্ত্তি বাসুদেব সার্ব্বভৌমও দেখিয়াছিলেন এবং তিনি সেই মূর্ত্তি পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাই ও নিত্যানন্দ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনে পাপিগণের মুক্তির পথ প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিমাইকে নিতাই বলিয়াছিলেন—

"কা-কা-কানায়ে নাকি তুইরে।
কই তোর চূড়া বাঁশরী।"

নিমাই উত্তর করিলেন—

কি পুছিস্ ভাই আমার।
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।
এবার নদের খেলা (ধুলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরির গান॥
ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া।
নদের বেশ কৌপিন পরা॥"

নিমাই ও নিতাই একত্রে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। জননী শচীদেবী নিতাইকে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বরূপের কথা অনেকটা ভুলিয়া গেলেন। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"নিত্যানন্দ মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদগদ বাণী॥
এই মত স্নেহরসে সব গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর॥"

পঞ্চম অধ্যায়।

নিমাইএর সাধারণতঃ দুইটী ভাব হইত। প্রথম ভক্ত-ভাব এবং দ্বিতীয় ভগবৎ-ভাব। শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার প্রথম ভগবৎভাব প্রকাশ পায়। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভগবৎ-ভাব হইত। একদিন নিমাই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাইকে শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্য্যকে নবদ্বীপে আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। রমাই আনন্দে শান্তিপুরে ছুটিলেন। নিমাই ডাকিয়াছেন, এই কথা রমাইএর মুখে শুনিয়া অদ্বৈত আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং নিমাইএর পূজার বিপুল আয়োজন করিয়া সহধর্ম্মিনী সীতাদেবীর সহিত নবদ্বীপযাত্রা করিলেন। আসিবার সময় অদ্বৈত মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাই যদি তাঁহার মস্তকে চরণ রাখিতে সাহস করেন, তবে তিনি যে সত্যই ভগবান তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। এ দিকে নিমাই, অদ্বৈত আসিতেছেন অন্তরে জানিতে পারিয়া, শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণুসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ

তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অদ্বৈত আচার্য্য সস্ত্রীক নিমাইএর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শরীরের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। তিনি প্রাণ ভরিয়া নিমাইকে পূজা করিলেন। পূজা সমাপনান্তে অদ্বৈত এবং সীতাদেবী নিমাইএর চরণে প্রণাম করিলে নিমাই তাহাদের মস্তকোপরি চরণ রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অদ্বৈতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এবং নিমাইকে সত্যই ভগবান বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। অদ্বৈতের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া নিমাই তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অদ্বৈত এই বর চাহিলেন যে, তিনি যেন নীচ বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই প্রেমভক্তি বিতরণ করেন। নিমাই বলিলেন "তথাস্তু।"

প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ যে, সমজাতীয় পদার্থগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সাধু সাধুর সহিত এবং দস্যু দস্যুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। নিমাইএর ভক্তিভাব প্রকাশের সঙ্গে নানা স্থানের ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের পর চট্টগ্রাম নিবাসী পুণ্ডরীক নামক জনৈক সাধু এবং যবন হরিদাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া নিমাইএর সহিত মিলিত হইলেন। এই খানে আমরা হরিদাসের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

শান্তিপুরের অদূরস্থ বুড়ন নামক গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। যবনবংশে জন্ম হইলেও তিনি হরিপ্রেমে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, সংসারের সকলকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিবারাত্র হরিনাম জপ করিতেন। ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে তিনি ভক্তি বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হন। জনৈক দুর্ব্বুদ্ধি জমিদার হরিদাসের সাধনায় বিঘ্ন প্রদান করিবার জন্য তাঁহার কুটীরে একদিন এক বারাঙ্গনাকে প্রেরণ করিয়াছিল। বারাঙ্গনাটী হরিদাসের মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া হরিনামে দীক্ষিতা হয়। হরিদাস স্বধর্ম্মে বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তনে মত্ত শুনিয়া কাজি তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। নবাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেবল কাজির অনুরোধে হরিদাসকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলেন। নবাবের আদেশে হরিদাসকে নিদারুণ প্রহার করা হইল; কিন্তু তিনি তখন হরিপ্রেমে উন্মত্ত, সুতরাং কোন যাতনাই অনুভব করিলেন না, কেবল নিষ্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিলেন। হরিদাসকে মৃত জ্ঞান করিয়া কাজি তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করিলেন। কাজির আদেশ প্রতিপালিত হইল। শান্তিপ্রদায়িণী ভাগিরথীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে হরিদাস চৈতন্য লাভ

করিয়া তীরে উঠিলেন। ইহার পর তিনি নবদ্বীপে আসিয়া নিমাইএর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নিমাই ভক্তগণকে লইয়া মহা আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গে টলমল করিতে লাগিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই নিমাইচাঁদকে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করিতে লাগিল। নিমাইএর এবং নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। এ সম্বন্ধে ঠাকুর লোচন দাস যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"করুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী;
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমের আরম্ভ॥
আনন্দ নদীয়া পুরে, টলমল প্রেমভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে,
চমকিত অমর সমাজে॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার,
হেনরূপ মোর গোরা রায়।

প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

নিমাই, নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের উপর নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের ভারার্পণ করিলেন। দুই ভক্তে মিলিত হইয়া মহা আনন্দে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় জগাই ও মাধাই নামে দুইটী ব্রাহ্মণ কুমারের অত্যাচারে নবদ্বীপবাসিগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের প্রকৃত নাম জগন্নাথ ও মাধব, কিন্তু সাধারণে জগাই মাধাই বলিয়া ডাকিত। কাজিকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহারা যথেচ্ছাচার করিত। এমন কোনও পাপ ছিল না যাহা তাহারা করিতে ভীত হইত। তাহাদের অধীনে অনেক অস্ত্রধারী সৈন্য ছিল; সুতরাং লোকে তাহাদিগকে কিছু বলিতে সাহস করিত না। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাহাদিগকে মহাপাপে নিমগ্ন দেখিয়া হরিনাম দ্বারা উদ্ধার করিতে সংকল্প করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের সময় একদিন জগাই মাধাই তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। নিতাই ও হরিদাস নিমাইকে সকল কথা জানাইয়া পাপী ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিলেন। শুনিয়া নিমাই ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া একদিন কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। জগাই ও মাধাই

সমস্ত রাত্রি মদ্যপানে অতিবাহিত করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেছিল। কীর্ত্তনের গোলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় তাহারা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিল। নিত্যানন্দ কীর্ত্তনের দলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন, জগাই মাধাইকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "জগাই, হরি হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।" জগাই নিত্যানন্দের মধুর ভাবে মুগ্ধ হইল এবং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে মাধাই ভাঙা কলসীর একটা খণ্ড লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে এমন জোরে প্রহার করিল যে তাহাতে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। নিতাই ইহাতে বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করিলেন না; দুইটা মহাপাপী উদ্ধার পাইবে, এই আনন্দে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাধাই পুনরায় তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহাকে নিরস্ত করিল। নিতাইএর শরীরে শোণিতধারা দেখিয়া নিমাই মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভগবংভাবাবেশ হইল। তিনি জগাই মাধাইকে শাস্তি দিবার জন্য "চক্র চক্র" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাইকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "তোদের পাপের সীমা নাই; আজ তোদের পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব।" দুর্দ্দান্ত জগাই ও মাধাই নিমাইএর মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। নিতাইও

নিমাইএর ক্রোধ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন এবং বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনি যদি পাপিগণকে ক্রোড়ে স্থান না দেন, তাহা হইলে তাহাদের উপায় কি হইবে?" নিত্যানন্দের বিনয়বচনে নিমাই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মাধাই দ্বিতীয়বার নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিল, সেজন্য জগাই প্রথমে নিমাইএর প্রসাদ লাভ করিল। জগাই যেন কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়াছিল, সেজন্য নিমাই তাহাকে নিত্যানন্দের পদধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। মাধাই তাহাই করিল। নিতাই নিমাইকে বলিলেন, "প্রভু, এই অনুতপ্ত জীবটীকে চরণে স্থান দিন।" নিতাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিলে মাধাইও তাহার ভ্রাতা জগাইএর পার্শ্বে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

জগাই ও মাধাইকে অজ্ঞান অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নিমাই ভক্তগণকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগাই মাধাই দুই ভাই নিমাইএর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া "ঠাকুর, ঠাকুর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রভু বুঝিতে পারিলেন যে জগাই মাধাই আসিয়াছে। জগাই ও মাধাই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমাইকে দেখিবামাত্রই

অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নিমাই নিতাইকে বলিলেন, "তুমি জগাই মাধাইকে জাহ্নবীতীরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে হরিনামমন্ত্রে দীক্ষিত কর।" অচৈতন্য জগাই ও মাধাইকে স্কন্ধে লইয়া ভক্তগণ প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাস্নানের পর নিত্যানন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্ণে হরিনামমন্ত্র দান করিলেন। নিমাই গম্ভীরস্বরে জগাই মাধাইকে বলিলেন, "তোমাদের আর কোনও ভয় নাই, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।" ব্রাহ্মণকুমারদ্বয় নূতন জীবন লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ দুইলক্ষবার হরিনাম জপ করিতেন। মাধাই গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেন। তিনি স্বহস্তে গঙ্গার একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ঘাটটী মাধাইএর ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। মাধাই ঘাটে বসিয়া গাহিতেন,—

"তোমরা দুভাই গৌর নিতাই।
আমরা দুভাই জগাই মাধাই॥"

জগাই ও মাধাইকে জয় করিবার পর আর এক প্রবল শত্রু নিমাইএর সম্মুখীন হইয়াছিল। নিমাইএর ভাবে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র নরনারী বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত হইতেছিল। বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইত। নিমাইকে

সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিয়া প্রত্যহই অসংখ্য নরনারী তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আগমন করিত। নিমাই ধনী ও দরিদ্র, ভদ্র ও ইতর বিচার না করিয়া সকলকেই হরিপ্রেম বিতরণ করিতেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নবদ্বীপের কতকগুলি বৃদ্ধ, সমাজে আপনাদিগের প্রতিপত্তি লোপ পাইবার আশঙ্কায়, কাজির নিকট নিমাইএর বিরুদ্ধে অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। নিমাই পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক এই তাঁহাদের অভিযোগের মর্ম্ম। যবন কাজি হরিনাম বন্ধ করিয়া দিবেন স্থির করিলেন। বৈষ্ণব-গণ রাজপথে কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলে যবন সৈন্যগণ কাজির আদেশে তাঁহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যবন সৈন্যের অত্যাচারে দৃক্‌পাত না করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রত্যহই নগরে কীর্ত্তন করিতে বাহির হইতেন। বৈষ্ণবগণের স্পর্দ্ধা দেখিয়া কাজি একদিন কয়েক সহস্র আফগান সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগের উপর এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিলেন যে, বৈষ্ণবগণ আর সাহস করিয়া রাজপথে কীর্ত্তন করিতে বাহির হইতেন না। কাজি এবং পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধগণ ইহাতে বড়ই সুখী হইলেন। একদিন কতকগুলি বৈষ্ণব নিমাইএর নিকট উপস্থিত হইয়া

বলিলেন, "প্রভু, কাজির অত্যাচারে আমরা নগর সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে বিদায় দিন, আমরা অন্য কোনও স্থানে চলিয়া যাই।" কাজির অত্যাচারের কথা শুনিয়া নিমাই ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। কাজির অনুচরগণ শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করে নাই। নিমাই কাজিকে শাস্তি দিবার জন্য সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন। এসংবাদ তড়িৎবেগে সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইল।

সন্ধ্যার সময় নিমাই সংকীর্ত্তনে বাহির হইবেন শুনিয়া নবদ্বীপবাসিগণ আপন আপন বাটীর সম্মুখে মঙ্গলঘট স্থাপন করিলেন এবং আলোকমালায়, পত্রপুষ্পে আপন আপন গৃহ সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন। অপরাহ্ণ হইতেই নিমাইএর বাটীর সম্মুখে জনসমাগম হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোক নিমাইএর নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য হস্তে এক একটী আলোকবর্ত্তিকা লইয়া উপস্থিত হইল। যথাসময়ে নিমাই ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বাহিরে আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জনসমুদ্র মধ্যে হরি হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। নিমাই কীর্ত্তনের দল চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। অদ্বৈত প্রথম, শ্রীবাস দ্বিতীয়, হরিদাস তৃতীয় এবং

নিমাই স্বয়ং চতুর্থ দলের নায়ক হইয়া নগরসংকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। নিমাইএর তখন ভগবৎভাবাবেশ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন। কাজির অত্যাচারের ভয় দূর হইয়া গেল। নিমাইএর শত্রু-পক্ষও এই কীর্ত্তনের ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। কীর্ত্তনের দল ক্রমশঃই কাজির বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজি গোলমাল শুনিয়া তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কয়েকজন সৈন্যকে বাহিরে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে যখন দেখিলেন যে, অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছেন, তখন তিনি মহিলাগণকে রক্ষা করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিমাই কাজির বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কাজিকে নির্ভয়ে বাহিরে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাজি বাহিরে আসিলেন এবং নিমাইএর সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। চব্বিশ বৎসরের যুবক নিমাইএর মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া কাজির প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হইল এবং তিনি নিমাইএর পদতলে পতিত হইয়া স্বীয় দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নিমাই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কাজি নিমাইএর নিকট কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী হইলে

নিমাই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। সাধুতা দ্বারা অসাধুতা এবং নৈতিক বলের নিকট পাশবিক বল পরাজিত হইল। নিমাই কাজিকে হরিপ্রেমে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। সমগ্র নদীয়াবাসী নিমাইএর এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত হইল। নিমাই কীর্ত্তনের দল লইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

জগতের সর্ব্বত্রই মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনের এই সময়ের একটী অদ্ভুত ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। কথিত আছে, একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তনের সময় ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। শ্রীবাসও তাঁহাদের নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে গৃহমধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া পড়িয়াছিল। পাছে কীর্ত্তনের ব্যাঘাত হয়, এই ভাবিয়া শ্রীবাস তাঁহার স্ত্রীকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে নিমাই সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার আদেশে শ্রীবাসের মৃত পুত্রটীকে গৃহমধ্য হইতে বাহির করা হইল। নিমাই মৃত বালককে কথা কহিতে আদেশ করিলেন। শ্রীবাসের পুত্র

তখন বলিল, "প্রভু, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক অতি উচ্চস্থানে গমন করিতেছি; আমার আত্মা যেন আপনার চরণে স্থান পায়।" শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তগণ নিমাইএর কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।



ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নিমাই একদিন শ্রীবাসের নিকট কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া নিমাইএর তাহা অভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইএর আত্মীয় চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নিমাই রাধা, গদাধর ললিতা, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবাস নারদের ভূমিকা অভিনয় করিবেন এইরূপ স্থির হইল। অভিনয়ের উপযোগী সাজসজ্জা সংগৃহীত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে চন্দ্রশেখরের গৃহে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ হইল। ভক্তবৃন্দ ও তাঁহাদের বাটীস্থ মহিলাগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে দর্শকমণ্ডলী মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। অভিনয়কালে নিমাইএর

রুক্মিণীর, রাধার ও ভগবতীর ভাব হইয়াছিল। অভিনয়ান্তে ভক্তগণ আপন আপন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিমাইও নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি চন্দ্রশেখরের বাটীতে যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার তেজ-প্রভাবে চন্দ্রশেখরের গৃহ সপ্তাহকাল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। নিমাইএর সংকীর্ত্তন ও এই অভিনয় হইতেই বঙ্গদেশে যাত্রার দলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।

চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের পর অদ্বৈত হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে প্রস্থান করিলেন। জ্ঞান-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আর নাচিয়া গাহিয়া অনর্থক কাল কাটাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার মতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তিনি তাঁহার ভক্তগণকে জ্ঞান প্রধান যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈ-তের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরিদাস প্রাণে বড়ই ব্যাথা পাইলেন। এদিকে নিমাইও অন্তরে সকল কথা জানিতে পারিয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর পরিচিত ছিলেন। নিমাই ও নিতাই জলযোগ করিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একটু "আনন্দ" আনিব কি?

"আনন্দ" অর্থে মন্থ বুঝায়। নিমাই সন্ন্যাসীর মুখে মদ্যের কথা শুনিয়া তাঁহার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। নিতাইও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নিমাই গঙ্গায় ঝাপ দিলেন সুতরাং নিতাই ও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। দুইজনে গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে শান্তিপুরে পৌছিলেন এবং আর্দ্রবস্ত্রে অদ্বৈতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন শিষ্যগণকে উপদেশ দান করিতেছিলেন। প্রভুকে দেখিবামাত্র হরিদাস তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু নিমাই কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি ভক্তিকে অবহেলা করিতেছ ?" প্রত্যুত্তরে অদ্বৈত বলিলেন, "ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।" নিমাই শুনিবামাত্র অদ্বৈতকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের শিষ্যগণ এই দৃশ্য দেখিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিমাইএর তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন ; গুরুদেবকে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সীতাদেবী ক্রন্দন করিয়া সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত কিন্তু এই প্রহারে কোনওরূপ কষ্ট অনুভব করিলেন না। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর কি দয়া ; আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং আমার গৃহে আগমন করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন।" অদ্বৈত বারংবার নিমাইএর চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। যে সময় নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন সেই সময় হইতেই তাঁহার ভগবৎ-ভাবাবেশ হইয়াছিল। ভগবৎভাব অন্তর্হিত হইলে তিনি অদ্বৈতের চরণে প্রণাম করিলেন। অদ্বৈতের সহধর্ম্মিনী সীতাদেবীকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" সীতাদেবী আহারের আয়োজন করি-লেন। অদ্বৈত, নিমাই, নিতাই ও হরিদাস গঙ্গাস্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। অন্নপূর্ণার ন্যায় সীতাদেবী সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অদ্বৈতা-চার্য্যের গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল। শান্তিপুর হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পূর্ব্বে নিমাই হঠাৎ একদিন একখানি বৈঠা ঘাড়ে করিয়া শান্তিপুরের পরপারস্থ* কাল্‌নার গৌরীদাস নামক জনৈক সাধুর গৃহে উপস্থিত হন। গৌরীদাস তাঁহার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তাঁহার দর্শন পান নাই। প্রভুকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি প্রাণ ভরিয়া নিমাইএর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। কথিত আছে, তাপিত জীবকে ভবনদী পার করিতে উপদেশ দিয়া নিমাই বৈঠাখানি গৌরীদাসকে দান করিয়াছিলেন। কাল্‌না হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই কয়েকদিন সেথানে আনন্দে কাটাইবার পর সশিষ্য নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবদ্বীপের একপার্শ্বে জাহান্নগরে এই সময় সারাঙ্গদেব নামক জনৈক পরমসাধু বাস করিতেন। তিনি নিমাইএর একজন ভক্ত ছিলেন। নিমাই তাঁহাকে একজন শিষ্য রাখিতে আদেশ করেন। কিন্তু মনের মত লোক না পাওয়ায় সারঙ্গদেবের আর শিষ্য রাখা হয় না। একদিন নিমাই বলিলেন, "কল্য প্রাতে তুমি প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিবে, তাহাকেই শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।" পরদিন প্রত্যূষে সারঙ্গদেব গঙ্গাজলে অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় বসিয়া জপ করিতেছেন এমন সময় একটী মৃত বালকের দেহ ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগিল। নয়ন উন্মীলন করিয়া সারঙ্গদেব দেখিলেন যে একটী মৃতদেহ। তিনি সেই মৃত বালকের কর্ণে মন্ত্র দান করিলেন। দেখিতে দেখিতে বালকটী জীবিত হইয়া উঠিল। বালকটীর নাম মুরারি। তাহাকে সর্প দংশন করায় তাহার আত্মীয় স্বজন মৃতজ্ঞানে তাহাকে

গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাজলনিমজ্জনের পুণ্যেই হউক বা সারঙ্গদেবের তপোবলেই হউক বালকটী পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিল। নিমাই মধ্যে মধ্যে সারঙ্গদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইতেন এবং তখন আশ্রম আনন্দে পূর্ণ হইত।

নাস্তিক ও পাষণ্ডগণের হৃদয়ে হরিনামের বীজ বপন করিয়া তাঁহাদিগকে পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য নিমাই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় তিনি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। একরাত্রিতে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যেন এক মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সংসারত্যাগ করত জীবের উদ্ধার সাধন করিতে আদেশ করিতেছেন। এই স্বপ্ন-দর্শনের কতিপয় দিবস পর কেশবভারতী নামক জনৈক মহাসাধু সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইএর একদিন রাজপথে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রভু স্তম্ভিত হইলেন। নিমাই স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন, ভারতীর সহিত তাঁহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। নিমাই কেশবভারতীর নিকট আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে ভারতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। দুই একদিন মাত্র নবদ্বীপে

বাস করিয়া কেশবভারতী অন্যত্র চলিয়া গেলেন। একদিন শ্রীবাসের গৃহে ভক্তগণকে ডাকিয়া নিমাই তাঁহার সংসার-ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন শুনিয়া ভক্ত-গণ অধীর হইয়া পড়িলেন। মুরারি, গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে গৃহত্যাগ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণভজন ও সংকীর্ত্তন করিলেই আমি তোমাদিগকে দর্শন দিব।" ভক্তগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতেন; সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেই যে দেখা দিতে পারিবেন একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন। তাঁহারা নিমাইকে বলিলেন, "তুমি আমাদের সকলেরই প্রাণ; দেখিও তোমার বিরহে যেন আমরা মরিয়া না যাই।" নিমাই সহাস্য বদনে ভক্তগণকে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

নিমাই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, এ সংবাদ ক্রমশঃ শচীদেবীর শ্রবণগোচর হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের সংসার ত্যাগের পর শচীদেবী নিমাইএর মুখ চাহিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়াছিলেন। সেই নিমাইএর নিষ্ঠুর সঙ্কল্প শুনিয়া শচীদেবী অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি

পুত্রকে বলিলেন যে, বৃদ্ধা জননী এবং পতিগতপ্রাণা বালিকা সহধর্ম্মিণীকে নিরাশ্রয়া করিয়া, সংসার ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কথনই উচিৎ নহে। নিমাই নানা যুক্তি দ্বারা মাতার সকল আপত্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি বলিলেন, "মা, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" পুত্রের যাহাতে মঙ্গল হইবে, জননী কখনও তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। শচীদেবী পাষাণে হৃদয় বাধিয়া পুত্র নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন। মাতার অনুমতি পাইয়া নিমাইএর আনন্দের সীমা রহিল না।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই সময় তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প শুনিয়া তিনি স্বয়ং পতিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শচীদেবীর নিকট সকল কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মতি লইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে বলিলেন, "সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে যদি তুমি সুখী হও, তবে তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমাকে তোমার সঙ্গে লইতে হইবে।" স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সম্ভব নয়, নিমাই একথা বিষ্ণুপ্রিয়া-

দেবীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "তুমি যাহাতে সুখী হও আমি তাহাতে বাধা দিব না; কিন্তু দেখিও তোমার চরণ হইতে আমার চিত্ত যেন কখনও বিচলিত না হয়।" এই বলিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এইরূপে নিমাইএর সন্ন্যাস গ্রহণ একপ্রকার স্থির হইল বটে, কিন্তু জননী শচীদেবীর অনুরোধে তিনি কিছুকাল বাড়ীতে থাকিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ইহাতে আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাদের মনে হইল হয়ত নিমাই আর সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না। একরাত্রিতে নিমাই আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে চন্দন ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিলেন। নিমাইও ছাড়িলেন না; তিনিও প্রিয়তমা পত্নীকে মনের মত করিয়া সাজাইলেন। আনন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয় উথলিয়া উঠিল; কিন্তু হায় তিনি জানিতেন না যে তাঁহার সুখচন্দ্রমা চিরদিনের জন্য সেই রাত্রিতেই অস্তমিত হইবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে কতক্ষণ মধুর আলাপনের পর

নিদ্রাভিভূত হইলেন। অল্পক্ষণ নিদ্রার পর নিমাই জাগিয়া উঠিলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। নিদ্রিতা সহধর্ম্মিণীর সরলতামাখা মুখখানি দেখিয়া তিনি যেন একটু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু শেষে হৃদয় বাঁধিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। জননী শচীদেবী ও জন্মভূমি নবদ্বীপের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিমাই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিশেষে তিনি সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং আর্দ্র বস্ত্রে দ্রুত পাদবিক্ষেপে কাটোয়া অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। নিমাই গঙ্গার যে ঘাটে পার হইয়াছিলেন, নবদ্বীপবাসিগণ অদ্যাপি সেই ঘাটটীকে "নিরদয়ের ঘাট" বলিয়া থাকেন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে শয্যায় দেখিতে না পাইয়া এবং গৃহদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "মা, তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" শচীদেবী সকল কথা বুঝিলেন এবং স্বীয় কপালে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাতা হইলে বিদ্যুৎবেগে নবদ্বীপ মধ্যে নিমাইএর গৃহত্যাগ বার্ত্তা প্রচারিত হইল। নিতাই, শ্রীবাস প্রভৃতি

প্রধান ভক্তগণ নিমাইএর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যেরূপ অবস্থা দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। ভক্তগণও অতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "প্রভু-শূন্য নবদ্বীপে বাস করা হইবে না; যেরূপে হউক প্রভুকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।" নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অন্বেষণে কাটোয়া অভিমুখে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিমাই দারুণ শীতে আর্দ্র বস্ত্রে কেশবভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভারতী তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নিমাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া আপন আগমনের কারণ অবগত করাইলেন এবং সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিলেন। ভারতী তাঁহার অল্প বয়স দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করিতে অস্বীকার করিলেন। এদিকে নিতাই, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ ভারতীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নিমাইকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য নানা প্রকারে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিমাই গৃহে ফিরিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কাটোয়ার অধিবাসিগণ তাঁহার মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সন্ন্যাসীকে

বলিতে লাগিলেন, "আপনি কোন্ প্রাণে এই বালককে সন্ন্যাস দান করিবেন?" কেশবভারতী নিমাইকে নানা প্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। শেষে তিনি বাধ্য হইয়া নিমাইকে সন্ন্যাস দিবেন স্থির করিলেন। নিমাইএর জননী ও সহধর্ম্মিণীর অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইল। নিমাই মস্তক মুণ্ডন করিতে উপবেশন করিলে নাপিত তাঁহার সুন্দর কেশরাজি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে নয়ন জলে বুক ভাসাইয়া নাপিত নিমাইএর মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিল। নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে কেশবভারতী তাঁহাকে একখানি কৌপীন ও দুইখানি বহির্বাস প্রদান করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্রদানের পর কেশব ভারতী নিমাইএর বক্ষে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাপ্ তুমি জীব মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য উদ্বোধিত করিয়াছ, সেইজন্য আজ হইতে তোমার নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইল।" এই দিন হইতেই নিমাই জগতের নিকট গুরুদত্ত শ্রীচৈতন্য নামে সুপরিচিত। মন্ত্র গ্রহণের সময় তাঁহার মধুর ভাব দর্শনে উপস্থিত জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এবং কথিত আছে যে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংসারসুখ

বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। "তোমরা আমাকে বিদায় দাও, আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম" এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভারতী তাঁহাকে ফিরাইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়াছিলেন। এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে পৌঁছিবেন এই আশা করিয়া শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ এবং দর্শকমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শুনিলেন না; সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। দেখিতে দেখিতে চৈতন্য কাটোয়ার পশ্চিম ভাগের নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ভক্ত নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ ও মুকুন্দ প্রাণপণে তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন; আর আর সকলে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতে চৈতন্য সমাধি প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন; ইতিমধ্যে ভক্তগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি পুনর্ব্বার দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, ভক্তগণের প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণে

ক্ষান্ত থাকিলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রভু এরূপ দ্রুত-বেগে ধাবিত হইলেন যে, তিনি অতি শীঘ্রই ভক্তগণের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ নিরাশ হৃদয়ে সম্মুখের একখানি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে; গোবিন্দ, নিতাই, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ বসিয়া তাঁহাদের প্রাণের নিমাইএর কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক অতি করুণ কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা স্বর লক্ষ্য করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিদারুণ শীতে মাত্র একখানি কৌপীন পরিধান করিয়া এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় বাম করতলে গণ্ড রক্ষা করিয়া তিনি বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণনাথ, আমি কি তোমার দর্শন পাইব না? আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না প্রভু, একবার দেখা দেও।" এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে চৈতন্যদেব গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, ভক্তগণের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। তাঁহার এই গমনবিবরণ প্রেমদাস কৃত 'চৈতন্য' চন্দ্রোদয় নাটকানুবাদে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে—

"সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ান॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখনও প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥"

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যাঁহাদিগের হৃদয় বিভোর, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লোপ পায়। চৈতন্য কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের দিকে একপাও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। নবদ্বীপের গৃহে জননী শচীদেবী "নিমাই" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী "মদনমোহন" এবং ভক্তগণ "প্রভু" বলিয়া ডাকিতেছিলেন, সুতরাং ভক্তাধীন চৈতন্যের অগ্রগামী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল; চৈতন্য জলস্পর্শ করেন নাই। ভগবচ্চিন্তায় তখন তাঁহার ক্ষুৎ পিপাসা বোধ, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। নিতাই নানা কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। মাঠে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছিল, চৈতন্যকে

দেখিয়া তাহারা আনন্দে হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। চৈতন্য নৃত্য আরম্ভ করিলেন, রাখাল বালকগণও হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার সহিত নাচিতে লাগিল। চৈতন্য বালকগণকে বৃন্দাবন যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে বলিলে তাহারা নিত্যানন্দের সঙ্কেত অনুসারে শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। চৈতন্য সেই পথে চলিতে লাগিলেন। তিনি ভাবে এরূপ বিভোর ছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে তাঁহার পশ্চাতে আছেন তাহাও তাঁহার জ্ঞান ছিল না। নিতাই চন্দ্রশেখরকে শীঘ্রই শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে একখানি নৌকা লইয়া গঙ্গার ঘাটে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্তিপুরের পথে চলিতেছেন নিতাই তাঁহার পশ্চাতে। প্রভুর একটু জ্ঞান হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিলেন কে যেন তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন আর কতদূর ?" নিতাই পশ্চাৎ হইতে উত্তর করিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।" শুনিয়া চৈতন্য আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া নিতাই গঙ্গাকে যমুনা এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষকে বংশীবট বলিয়া নিমাইকে বুঝাইয়া দিলেন। চৈতন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যমুনা ভাবিয়া

নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন—

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পর-প্রেম-পাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়)

নিত্যানন্দের সংবাদ অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্য নৌকা লইয়া প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি শান্তিপুরের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি যখন শুনিলেন যে নিতাই কৌশল করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন তখন তিনি নিতাইয়ের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক প্রভুকে পাইয়া ভক্তগণ আনন্দে বিভোর হইয়া রহিলেন। অদ্বৈতের অনুরোধে এবং যত্নে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

———

সপ্তম অধ্যায়।



নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শান্তিপুরে আগমনের সংবাদ অতি শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শান্তিপুর-বাসিগণ দলে দলে অদ্বৈতের গৃহে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ও নিতাই একই গৃহে শয়ন করিতেন। নিতাই একদিন প্রভুকে বলিলেন যে, তাঁহার অভাবে নবদ্বীপে জননী শচীদেবী, পতিগতপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং অনুরক্ত ভক্তগণ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি একবার তাঁহাদিগকে শান্তিপুরে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। প্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যতীত আর সকলকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। নিতাই স্বয়ং নবদ্বীপে যাইবেন স্থির হইল; কিন্তু প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে আনিতে নিষেধ করায় তিনি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শচীদেবীকে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরে আগমনের কথা জানাইলেন। পুত্রের

সংবাদ পইয়া জননীর আনন্দের সীমা রহিল না ; তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া স্বামীর সংবাদ শুনিতেছিলেন। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে শীঘ্রই দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন এই আশায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, তাঁহার প্রতি যে কিরূপ কঠোর আদেশ হইয়াছে তাহা তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করিয়াছেন এ সংবাদ শীঘ্রই নবদ্বীপ মধ্যে প্রচারিত হইল। ভক্তগণ শচীদেবীর সহিত শান্তিপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শচীদেবীর ইচ্ছা, তিনি অনাহারেই ছুটিয়া পুত্রের নিকট গমন করেন ; কিন্তু নিত্যানন্দের বিশেষ অনুরোধে আহারাদির পর শান্তিপুর যাওয়ার স্থির হইল। আহারাদি শেষ হইলে জননী শচীদেবী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। নিত্যানন্দ তখনও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রভুর কঠোর আদেশ অবগত করাইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত দোলায় বসিতে যাইতেছেন এমন সময় নিত্যানন্দ অশ্রুপূর্ণ নয়নে রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন "মা, প্রভু আপনাকে শান্তিপুরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।" বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। নিত্যানন্দের কথা কয়টী তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ভক্তগণ প্রভুর নিদারুণ আদেশ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পুত্রবধূর যাওয়া নিষেধ শুনিয়া শচীদেবী শান্তিপুরে যাইতে অস্বীকার করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "মা, তাঁহার যখন ইচ্ছা নয়, তখন আমার সেখানে যাওয়া উচিত নহে। আপনি গমন করুন।" শচীদেবী তখন নবদ্বীপবাসিগণের সহিত শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। পুত্রের চন্দ্রানন দর্শন করিবেন এই আশায় তাঁহার একদিকে যেমন আনন্দ হইয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৃহে রাখিয়া যাইতেছেন বলিয়া অপরদিকে তাঁহার মর্ম্মে তেমনি আঘাত লাগিয়াছিল। আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা কি বলিব? নয়নজলে বুক ভাসাইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পতিব্রতা সতী শাশুড়ীকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

দূর হইতে হরি সংকীর্ত্তন শুনিতে পাইয়া শান্তিপুরবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন যে নিত্যানন্দ, শচীদেবী এবং নবদ্বীপবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিতেছেন। শান্তিপুরেও তখন সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে দুই দল মিলিত হইলে শান্তিপুরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজপথে লোকারণ্য ; সকলেরই ইচ্ছা যে একবার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করেন। শচীদেবী শান্তিপুরে পৌঁছিয়াই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য জননীর চরণে প্রণাম করিলেন। জননী নিজের এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাণের সকল যন্ত্রনা পুত্রের নিকট ব্যক্ত করিলেন। পুত্র জননীর কাতর ভাব দেখিয়া বলিলেন, "মা, আপনাকে না বলিয়া আর আমি কোথাও যাইব না।" শুনিয়া জননীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অদ্বৈতের গৃহে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তগণকে লইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে মহা আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ একদিন তাঁহাকে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মা যদি বলেন তবে গৃহে ফিরিয়া যাইব।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। জননী অবশ্যই শ্রীচৈতন্যকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিবেন, এই ভাবিয়া সকলে শচীদেবীর নিকট গমন করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া শচীদেবী চিন্তিতা হইলেন। তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া ভক্তগণ বলিলেন

"মা' আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? নিমাইকে নবদ্বীপ যাইতে আদেশ করুন।" শচীদেবী কোনও উত্তর করিলেন না। জননী হইতে ধর্ম্ম নষ্ট হইবেনা জানিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে জননীর অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক চিন্তার পর শচীদেবী পুত্রের ধর্ম্ম নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিয়া গৃহী হইতে বলিতে পারিলেন না। জননী পুত্রকে নীলাচলে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ জননীর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিবেন স্থির হইল, কিন্তু ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে অদ্বৈতের গৃহে কয়েকদিবস অবস্থান করিলেন। অদ্বৈতের উপর জননীর প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া শ্রীচৈতন্য, শান্তিপুরবাসী ও নবদ্বীপবাসিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এবং নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নীলচল যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি ছত্রভোগ * পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন। যে সকল

* ছত্রভোগ—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার এলাকাধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাইবার সময়

গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। সে সময় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ছিল না; জলপথে এবং স্থলপথে দস্যু ও হিংস্রজন্তুর অত্যাচারে যাত্রীদিগকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য এতদূর আকুল হইয়াছিলেন যে তিনি পথক্লেশ বিস্মৃত হইয়া দ্রুত-গতি জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি আবেগভরে দৌড়িয়া একে-বারেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে যেমনই প্রেমভরে ক্রোড়ে ধারণ করিতে যাইবেন অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তিনি মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অঙ্গস্পর্শ করিয়া-ছিলেন ভাবিয়া মন্দিররক্ষকগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-দেবকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম

এখানে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে পূর্ব্বে অম্বুলিঙ্গ নামে এক শিব ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ছত্রভোগে যেখানে স্নান করিয়াছিলেন, তাহা তীর্থরূপে দীর্ঘকাল সমাদৃত ছিল।

মহাশয়ের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। প্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সহিত তাঁহার একটী বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ শ্রীচৈতন্যের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সার্ব্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম তাহা শুনিতেন না। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ মানব বলিয়া মনে করিতেন। তিনি একদিন শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, "এস আমরা, দুইজনে প্রত্যহ মন্দিরে বসিয়া বেদপাঠ ও শ্রবণ করি।" চৈতন্যচন্দ্র সম্মত হইলেন। সার্ব্বভৌম বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। চৈতন্যদেব শ্রবণ করিতেন, কোনও কথা কহিতেন না। তাঁহাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সার্ব্বভৌম একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি যখন বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করি তখন তুমি একটীও কথা কহ না, ইহার কারণ কি ? তুমি কি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পার না ?" প্রত্যুত্তরে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, "বেদের সূত্রগুলি পাঠ করিলেই তাহার অর্থ বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা কিছু বুঝিতে পারি না।" সার্ব্বভৌম শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার বেদান্তের বিচার আরম্ভ হইল। প্রভু মায়াবাদে নানা

দোষ দেখাইয়া বেদ ও পুরাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলেন। স্বীয় মত সমর্থনের জন্য শ্রীচৈতন্য এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥"

সার্ব্বভৌম শ্লোকটীর আট প্রকার ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যার কোনটীই অবলম্বন না করিয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সময় প্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর শ্রীহস্ত স্পর্শে তাঁহার চৈতন্য হইল। পরদিন প্রাতে শ্রীচৈতন্য ও সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দর্শন করিতে মন্দিরে গমন করিলেন। দেবদর্শনের পর চৈতন্য পুজারী প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমকেও প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌমের তখনও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন হয় নাই, কিন্তু তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া ভক্তিসহকারে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানসর্ব্বস্ব ব্যক্তির এইরূপ পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কিয়দ্দিন নীলাচলে অবস্থানের পর শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সহিত আলালনাথ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। প্রভু এই স্থান হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া কেবল কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমারকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইবার সময় তিনি নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী গাহিয়াছিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

শ্রীচৈতন্যের রচিত কীর্ত্তনে বিশেষ পদলালিত্য বা ভাবগাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু ভক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়া তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব চিত্তদ্রবকারিণী শক্তি আছে। তাঁহার কীর্ত্তন পুরাতন হয় না; তাহা নিত্য নূতন। ভক্তগণ তাহা গান করিবার সময় এখনও প্রেমে গদগদ হইয়া থাকেন।

পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক নবীন যুবক কৌপীন পরিধান করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন; তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল; আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে; পাপী দুঃখী নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু দুইটী প্রসারিত রহিয়াছে; এ অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? প্রভু যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলাননাথ হইতে প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহার কৃপায় বাসুদেব নামক জনৈক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভক্ত রোগমুক্ত হইয়া আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কূর্ম্মক্ষেত্রে কয়েক দিবস অবস্থান করিবার পর শ্রীচৈতন্যদেব নৃসিংহক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বিদ্যানগরে গমন করিলেন। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের সহিত এইখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, কিন্তু উভয়ে উভয়ের নাম অবগত ছিলেন। পরিচয়ের পর প্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনেরই হৃদয় প্রেমে মাতিয়া উঠিল। রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের ভক্তি বিষয়ক কথোপকথন অতি পবিত্র এবং

উচ্চভাব পূর্ণ। রামানন্দকে নীলাচলে যাইতে বলিয়া শ্রীচৈতন্য বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর ক্রমে রঙ্গনাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। বেঙ্কটভট্ট নামক জনৈক ভক্তের অনুরোধে তিনি চারিমাস কাল তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই রঙ্গনাথক্ষেত্রে অবস্থানকালে প্রভু প্রত্যহ জনৈক ব্রাহ্মণকে রঙ্গনাথের মন্দিরে বসিয়া গীতা পাঠ করিতে দেখিতেন। ব্রাহ্মণ মূর্খ, তিনি যাহা উচ্চারণ করিতেন সমস্তই অশুদ্ধ। এজন্য স্থানীয় লোকেরা তঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ ও নিন্দা করিতেন। ব্রাহ্মণ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতাখানি পাঠ করিতেন। গীতাপাঠ কালে তাঁহার বক্ষস্থল নয়ন জলে ভাসিয়া যাইত। শ্রীচৈতন্য একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনি গীতার যে একবর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহা ত মনে হয় না, অথচ গীতাপাঠ করিবার সময় অশ্রুধারায় আপনার বুক ভাসিয়া যায়, ইহার কারণ কি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গীতার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিনা সত্য, কিন্তু যখন পাঠ করি, তখন যেন রথোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে অশ্বের রজ্জুধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে দেখিতে পাই। তাঁহাকে দর্শন

করিয়াই আমার আনন্দ এবং সেই আনন্দেই আমার নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয়।" শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমার গীতাপাঠ সার্থক এবং ইহাতে তুমিই বাস্তবিক অধিকারী।" তিনি ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলে ব্রাহ্মণের হৃদয় প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠিল এবং তিনি একজন পরমভক্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীচৈতন্য ক্রমে মলবার উপকূলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে ভট্টমারিগণ তাঁহার একমাত্র সঙ্গী বালক কৃষ্ণদাসকে সুন্দরী স্ত্রীলোক ও অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রভু কৃষ্ণ-দাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভট্টমারিগণকে বলিয়া পাঠাইলে তাহারা তাঁহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অবশেষে আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্রেই আপনারা আহত হইয়া পলায়ন করিল। প্রভু তখন কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিলেন। শেষে তিনি ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, উদ্বপায়াণি, সুর্পারক, কোল্হাপুরে লক্ষ্মীদেবী, ক্ষীরভগবতী, লিঙ্গগেণশ, চোরপার্ব্বতী প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ ও দেবদেবী দর্শন করেন। দুই বৎসর কাল দক্ষিণদেশে পর্য্যটন ও তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণের

সহিত ধর্ম্মালোচনায় মনের সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় উৎকল প্রদেশের প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া বাসু-দেব সার্ব্বভৌমের শরণাপন্ন হন। প্রতাপরুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। উৎকলের বরাহ মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। সার্ব্বভৌম একদিন শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, "প্রভু, জগন্নাথদেবের সেবক ও পরমভক্ত রাজা প্রতাপ রুদ্র আপনার চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল।" প্রভু কিন্তু রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইলেন না। কথিত আছে, রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তগণ প্রদত্ত প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস মস্তকে ধারণ করিয়া পূজা করিতেন। বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমের পরামর্শ অনুসারে তিনি একটী উদ্যান মধ্য হইতে, গোপনে, একদিন প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

রথযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভু প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, হরিদাস আপনাকে নীচজাতি

জ্ঞানে মন্দির মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন না ভাবিয়া রাজপথে পড়িয়া আছেন। প্রভু তখন স্বয়ং হরিদাসকে আনিবার জন্য গমন করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার পরমভক্ত ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হরিদাসকে তুলিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলি-লেন, "প্রভু, আমি নীচজাতি, আপনি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না।" তখন—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপদান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হ'তে তুমি পরম পাবন॥"

(চরিতামৃত)

প্রভুর আদেশে হরিদাসের থাকিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সমুদ্রে স্নানান্তে ভক্তগণ মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীচৈতন্যদেব আপনার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদেবের আরতি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যারতি শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য

ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের মধুর স্বর নীলাচলবাসী নরনারীগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

কথিত আছে, প্রভুর নবদ্বীপ পরিত্যাগের পর এরূপ কীর্ত্তন আর কখনও হয় নাই। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার ছাদ হইতে চৈতন্যদেবের লীলা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু স্বয়ং কীর্ত্তনে যোগদান করিতে না পারায় প্রাণে বড়ই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময় রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের নিকট একবার প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভক্তের নিকট ভগবানের কোন কার্য্যই অপমান জনক বলিয়া বোধ হয় না। সকল কার্য্যের মধ্যে তিনি ভগবানের সেবা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচা নামক একটী মন্দির আছে। এক সময় এই মন্দিরটী অত্যন্ত অপরিস্কার দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব স্বহস্তে তাহা পরিস্কার করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার আদেশে শত শত কলসী আনীত হইল। ভক্তগণ জল জোগাইতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে মন্দির পরিস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চলে আবর্জ্জনা লইয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। এই

সময় একজন ভক্ত এক কলসী জল শ্রীচৈতন্যের পদে ঢালিয়া দিয়া তাহা ভক্তিসহকারে পান করিয়াছিলেন।

ক্রমে রথযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব রথযাত্রার দিন প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যহারে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। যাহাতে তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শনের কোনরূপ অসুবিধা না হয় তজ্জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জগন্নাথ রথে উঠিলে যাত্রীবর্গ রথ টানিতে আরম্ভ করিল। রথ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। রথের অগ্রে অগ্রে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বহস্তে সুবর্ণের সম্মার্জ্জনী ও চন্দনের জল লইয়া পথ পরিস্কার করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। রাজার এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি চারিটী সম্প্রদায় গঠন করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রথম, শ্রীবাস দ্বিতীয়, মুকুন্দ তৃতীয় এবং গোবিন্দ চতুর্থ সম্প্রদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহা ব্যতীত কুলীনগ্রাম, শ্রীখণ্ড ও শান্তিপুরের কীর্ত্তনের দল প্রস্তুত ছিল। সর্ব্বসমেত সাতটী দল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নীলাচলবাসিগণ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় শ্রীচৈতন্য-দেব এক অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ

করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মনে করিতে লাগিলেন যে প্রভু তাঁহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ভগবানের প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥
নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥

স্তবটী পাঠ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য মূর্চ্ছা হইলেন। পতনোন্মুখ দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র

ধরিয়া ফেলিলেন। রাজার অঙ্গ স্পর্শে প্রভুর চৈতন্য হইল এবং তিনি দ্রুতপদে রাজার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। রথের সম্মুখে হরিসংকীর্ত্তনের কথা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে কখনও শ্রুত হওয়া যায় নাই। রথ ক্রমে বলগণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এইখানে রাজাধিরাজ হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত জগন্নাথদেবের ভোগ দিয়া থাকেন। এই স্থানের দক্ষিণস্থিত উপবনে একখানি সুন্দর গৃহমধ্যে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে বিশ্রামার্থ লইয়া গেলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিলেন বটে কিন্তু তখনও তিনি প্রেমে বিহ্বল। রাজা প্রতাপরুদ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায়ের পরামর্শ অনুসারে বৈষ্ণববেশে প্রভুর শ্রীচরণযুগল লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্রহি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা স্বয়ি ধৃতাসব স্বাং বিচিন্বতে॥"

শ্লোকটী প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার বদন কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রাজা আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

"শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎসরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক দাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহকিংবধঃ॥"

শ্রীচৈতন্য আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন "তার-পর, তারপর।" রাজা প্রতাপরুদ্র তখন আরও কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। মধ্যাহ্নে ভক্ত-গণের সহিত মহা আনন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া প্রভু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে রথ টানিবার সময় হইলে যাত্রিগণ রজ্জু ধরিয়া রথ টানিতে আরম্ভ করিল। রথ কিন্তু এক পদও অগ্রসর হইল না; সকলেই মহা চিন্তিত হইল। রাজার কোনও গুরুতর অপরাধের জন্যই রথ চলিতেছে না, এই ভাবিয়া শীঘ্রই রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইল। শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়া রাজা মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে ছিলেন। তিনি দৌড়িয়া আসিয়া মল্লগণ ও হস্তীর সাহায্যে রথ চালাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তিনি ব্যাকুলচিত্তে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্য রথের পশ্চাতে স্বীয় মস্তক রাখিয়া ঠেলিতে লাগিলেন। রথ তখন হড়্ হড়্ করিয়া চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল।

শ্রীচৈতন্যদেব মহা আনন্দে ভক্তগণের সহিত চারিমাস-

কাল অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর তিনি গৌড়বাসী ভক্তগণকে দেশে ফিরিয়া গিয়া হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায় অনুসারে ভক্তগণ তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিবৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। প্রভু নিত্যানন্দকে দেশে ফিরিয়া গিয়া হরিনাম প্রচার করিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতে অনুমতি করিলেন। নিতাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন; কারণ প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করা নিতাই একরূপ অসম্ভব মনে করিতেন। যাহাহউক শ্রীচৈতন্য অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইলেন। চৈতন্য-বিচ্ছেদ জনিত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিত্যানন্দ নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিতে বলিতে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং শচীদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। শচীদেবী অনেকদিনের পর নিতাইকে পাইয়া শ্রীচৈতন্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ কহ অবধৌত, কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া,
(তোমারে) কথন কিছু পুছে?

যে অতি কোমল, ননীর পুতুল,
আতঙ্কে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশ গ্রামে,
কেমনে ভ্রময়ে সে ?
একতিল যারে, না দেখি মরিতাম,
বাড়ীর বাহির দ্বারে।
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমায়,
কোথা নীলাচল পুরে॥
মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী,
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি কহিব,
প্রেমদাস জ্ঞান হারা॥"

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিতে লাগিলেন, এবং জননী শচীদেবী ও পতিগতপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একান্তমনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে নবদ্বীপের ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিবার পর একদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুকে আপন গৃহে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি দশ বারজনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব আহার করিতে বসিলে সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ তাঁহার ভোজন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বারজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥"

জামাতার মুখে প্রভুর নিন্দা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী দুইজনেই কন্যা যাঠীর বৈধব্য কামনা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, অমোঘের বিন্দুমাত্রও দোষ নাই; সে যথার্থ কথাই বলিয়াছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে অতিরিক্ত আহার বড়ই অন্যায়। অমোঘ সেই রাত্রিতেই বিসূচিকা

রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্য নামক জনৈক ভক্তের নিকট হইতে অমোঘের সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অমোঘের তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। প্রভু তাঁহার বক্ষে কর স্থাপন করিয়া বলিলেন—

"উঠ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥"

অমোঘ সুস্থ হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যের একবার জননী শচীদেবীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি বিজয়া দশমীর দিন প্রাতে জগন্নাথ-দেবকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ ও মালা চন্দন লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রভুর গমনের সুবিধার জন্য পথে সুবন্দোবস্ত

করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য উৎকলের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলে রাজার জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি এখানে কয়েক দিন অবস্থান করুন। সম্মুখে যবন রাজার রাজ্য। তাহার অত্যাচারের ভয়ে কেহই তাহার রাজ্যমধ্য দিয়া যাইতে সাহস করে না। অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করি, পরে আপনি নিরাপদে গমন করিবেন।" যবন রাজার একজন গুপ্তচর এই সময় শ্রীচৈতন্যদেবের মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সে যবনাধিপতির নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপরূপ রূপের বর্ণনা করিয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া কখনও হাসিতে এবং কখনও বা কাঁদিতে লাগিল। যবনাধিপতি শুনিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল চিত্তে উৎকল রাজকর্ম্মচারীর শরণাপন্ন হইলেন। রাজকর্ম্মচারীর আদেশে যবনরাজ পাঁচটী মাত্র অনুচরের সহিত হিন্দুর বেশে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভু-জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিতেন। তিনি ম্লেচ্ছাধিপতিকে হরিনামে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে মুসলমানাধিপতি ও উৎকল-রাজপ্রতিনিধির মধ্যে বহুদিনের বৈরানল নির্ব্বাপিত হইল। যবনরাজ প্রভুর নবদ্বীপ

গমনের সুবন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। প্রভু একখানি নৌকায় আরোহণ করিলে যবনাধিপতি জলদস্যুর হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দশখানি নৌকায় সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিরা-পদ স্থানে পৌঁছিয়া দিয়া যবনরাজ আপন সৈন্যগণ সহ প্রভুর চরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নৌকাযোগে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। এইখানে তিনি রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ এই সময় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পানিহাটী হইতে প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভাগমন স্মরণার্থ পানিহাটী গ্রামে বহুদিন পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

প্রভুর আগমনে এবং সেই সঙ্গে কীর্ত্তনে ও ভাগবতপাঠে শ্রীবাসের গৃহে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীবাসের গৃহে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া প্রভু একদিন হঠাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যকে আপন গৃহে পাইয়া বাচস্পতির আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ অসংখ্য লোক উপস্থিত হইত এবং শ্রীচৈতন্য সকলকেই হরিনামে দীক্ষিত করিয়া

বিদায় দিতেন। শেষে প্রভু জনসমাগমে অস্থির হইয়া উঠিলেন; তিনি বাচস্পতির গৃহে থাকা সুবিধাজনক জ্ঞান করিলেন না। একদিন কয়েকজন ভক্তের সহিত তিনি বাচস্পতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া কুলিয়াগ্রামে পলায়ন করিলেন। এথানে তিনি মাধবদাস নামক জনৈক বৈরাগীর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভু যথন কুলিয়াগ্রামে গমন করেন বাচস্পতি জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটীর সম্মুখে যে সকল লোক প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিল তাহারা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বাচস্পতি বারংবার বলিতে লাগিলেন যে প্রভু কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি অবগত নহেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না। জনমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বাচস্পতি শ্রীচৈতন্যকে গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাথিয়াছেন। আগন্তুক ব্যক্তিবর্গের কটূক্তিতে বাচস্পতি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তথন সমাগত লোকদিগকে শান্ত করিবার অন্য কোনও উপায় না দেথিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কাতর বচনে প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের রোদনে প্রভুর প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি বাচস্পতির প্রতি কৃপা করিলেন। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ বাচস্পতির কর্ণে শ্রীচৈতন্যের কুলিয়ায় গমন ও মাধব

দাস বৈরাগীর গৃহে অবস্থানের কথা বলিয়া দিলেন। বাচ-স্পতি তখন মহাআনন্দে সমাগত জনমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া কুলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাধবদাস বৈরাগীর বাটীতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। এইখানে সাত দিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অসংখ্য লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মাধবদাস বৈরাগীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। গৃহত্যাগের পর জননী শচীদেবীর সহিত শ্রীচৈতন্যের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। পতিপ্রাণা সাধ্বী কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁহার মন প্রাণ অবশ হইয়া পড়িল। শেষে অনেক কষ্টে একটু সংযত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বলাবণ্য তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীচৈতন্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" বিষ্ণুপ্রিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। প্রভুর মুখখানি এই সময় একবার বিষাদকালিমায় আবৃত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য সহধর্ম্মিণীর প্রার্থনা কি জানিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, "প্রভু,

আপনি এই ত্রিজগত উদ্ধার করিলেন, কেবল আমিই পড়িয়া রহিলাম।" শ্রীচৈতন্য তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে হরিনামে দীক্ষিতা করিয়া আপনার খড়ম তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই খড়ম জোড়াটী সযত্নে রক্ষা করিও, ইহাদ্বারা আমার জন্য তোমার বিরহানল নির্ব্বাপিত হইবে।" পতি-গতপ্রাণা সাধ্বী সেই খড়ম দুইখানি লইয়া চুম্বন করিলেন এবং তাহা হৃদয়ে ও মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন।

কয়েক দিবস নবদ্বীপে অবস্থানের পর শ্রীচৈতন্য জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তিনি গৌড়নগরের নিকটবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলে, মুসলমান রাজা সৈয়দহুসেন একজন সন্ন্যা-সীর সহিত লক্ষলোক সংকীর্ত্তন করিতেছে শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দবিরখাস ও সাকর মল্লিক নামক তাঁহার দুই জন হিন্দু কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিলেন যে, একজন সন্ন্যাসী কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন যাইতেছেন; তাঁহার দ্বারা কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। নবাব তখন শান্ত হইলেন। দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বাহ্য-দৃষ্টিতে এবং কার্য্যে অনেকটা মুসলমানের ন্যায় হইলেও অন্তরে হিন্দু ও শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা

প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বদয়ত্যন্ত র্নব সঙ্গ রসায়নং॥"

প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া দবিরখাস ও সাকর মল্লিক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে এই সময় রূপ ও সনাতন নাম দিয়াছিলেন। সনাতন প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে অধিকলোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রভু সনাতনের অভিপ্রায় বুঝিয়া আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেন না। তিনি শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে কয়েকদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াই শ্রীচৈতন্য পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দুইচারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়ার সংবাদ আর কেহই জানিতে পারিলেন না। বিজয়া দশমীর দিন শ্রীচৈতন্য বলভদ্রাচার্য্য ও জনৈক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। লোকের সমাগম হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায়

তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন। এই বনপথ ঝারিখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। বন্যপশুর ভয়ে জনসাধারণ দিবাভাগেও ইহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে সাহসী হইত না, কিন্তু প্রভু নির্ভয় চিত্তে, হাসিতে হাসিতে, গাহিতে গাহিতে, সেই পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার অরণ্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যেন হিংস্র জন্তুদিগের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। শ্রীচৈতন্য বনভূমি অতিক্রম করিয়া সাঁওতাল ও ভীলদিগের জনপদে প্রবেশ করিলেন এবং হরিনাম প্রচার করিয়া বহুসংখ্যক লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি ক্রমে কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং এইখানে ভক্ত তপনমিশ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় এই তপনমিশ্রের সহিত চৈতন্যের পরিচয় হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদ্বয় সহ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলেন। তপনমিশ্রের যত্নে ও অনুরোধে প্রভু তাঁহারই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দশ দিন কাশীতে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তিনি তিন দিবসমাত্র ছিলেন। যমুনা দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে বৃন্দাবন লীলার কথা জাগিয়া উঠিল; তিনি ভাবে বিভোর হইয়া

যমুনায় ঝম্প প্রদান করিলেন। বলভদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁপ দিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। প্রভু যে তিন দিবস প্রয়াগে অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎস্থানবাসিগণ হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রয়াগ হইতে প্রভু মথুরায় গমন করিলেন, এবং বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া কেশব দর্শন করিলেন। এই সময় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কৃষ্ণদাস নামক জনৈক সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সন্ন্যাসীরা কখনও অন্নগ্রহণ করেন না; কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণদাসের নিকট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন শুনিয়া শ্রীচৈতন্যও তাঁহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী পরম বিষ্ণুভক্ত ও সাধু-সেবায় অনুরক্ত ছিলেন। অযাচিতভাবে কেহ তাঁহাকে কোনও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে, তিনি ভক্ষণ করিতেন, নচেৎ উপবাসী থাকিতেন। কথিত আছে, শ্রীবৃন্দাবনে একদিন তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের বেশে তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তারা বলিয়া থাকেন যে, বৃন্দাবনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত প্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রায়ই ভাবে বিভোর হইয়া

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। প্রভু গোবর্দ্ধনে হরিদেব, গাঁঠুলী গ্রামে গোপাল এবং গোকুলে ভগ্নযমলার্জ্জুন দর্শন করিয়া পুনরায় মথুরা ও প্রয়াগ হইয়া নৌকাযোগে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পরম ভক্ত তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই সময় কাশীতে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্যকে ইনি একজন ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে করিতেন। প্রবল প্রতাপান্বিত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে আচার্য্য প্রকাশানন্দ তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নীলাচলে অবস্থান করেন তাঁহাদের ন্যায় মূর্খ এ জগতে অতি বিরল। পত্রখানি অবজ্ঞাসূচক বাক্যে পূর্ণ ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রত্যুত্তরে প্রকাশানন্দকে একখানি শিষ্টাচার পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। লজ্জিত হইয়া প্রকাশানন্দ সে পত্রের আর কোনও উত্তর দেন নাই। শ্রীচৈতন্যকে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিতে দেখিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। একদিন কাশীবাসী কোনও এক ব্রাহ্ম-

ণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া কাশীর যাবতীয় সন্ন্যাসী ও পরম-হংস একত্রিত হইয়াছিলেন। এইখানে আচার্য্য প্রকাশা-নন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হয়। মায়া-বাদী প্রকাশানন্দ বিচারে পরাজিত হইয়া প্রভুর একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তনে কাশীবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় দুইমাস কাল কাশীতে হরিপ্রেম বিতরণ করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য বলভদ্রকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার নীলা-চলে পুনরাগনের সংবাদ শীঘ্রই প্রচারিত হইল। নিত্যানন্দ, শিবানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বৃন্দাবন হইতে রূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইয়া মহা আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সনাতন ঝারিখণ্ড দিয়া নীলাচলে উপ-স্থিত হইলেন। পথে তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হরিপ্রেমে সর্ব্বদাই উন্মত্ত থাকিতেন বলিয়া রোগের কোনও-রূপ যন্ত্রনা অনুভব করিতেন না। সতাতন আসিবার সময় পথে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য যদি তাঁহাকে মহাপাপী বলিয়া অনুগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তিনি জগন্নাথদেবের রথচক্রের নিম্নে প্রাণত্যাগ করিবেন। সনাতন

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার দেহের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ও পূয নির্গত হইতেছিল। অন্যান্য ভক্তগণ সনাতনকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে সনাতনকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সনাতনের দেহের রক্ত ও পূয প্রভুর শরীরে লাগিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, তিনি সনাতনকে লইয়া আনন্দে হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে প্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে গমন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে সনাতন নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক প্রভুর জনৈক সাধুপ্রকৃতি আত্মীয় কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য নীলাচলে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। প্রদ্যুম্ন রামানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে রামানন্দ দেবদাসিগণকে অভিনয় শিখাইতেছেন। এই দেবদাসিগণ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। মন্দির পরিষ্কার রাখা ও কৃষ্ণলীলা অভিনয় করা ইহাদের কার্য্য ছিল। রামানন্দ সুন্দরী যুবতীদিগকে লইয়া নির্জ্জন উদ্যানে ক্রীড়া

করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার উপর প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রদ্ধা হইল না। তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা জানাইলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "রামানন্দের বিকার নাই, সে আমা অপেক্ষাও ভক্ত; সুতরাং তুমি কোনও রূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।" প্রদ্যুম্ন পুনরায় রামানন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের নিকট ছোট হরিদাস নামে একটী লোক কীর্ত্তন করিতেন। ইনি একদিন মাধবী নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আতপ তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সংশ্রব রাখা শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রেত ছিল না। হরিদাস মাধবীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না; তুমি আর আমার নিকট আগমন করিও না।" প্রভুর নিদারুণ আদেশ শুনিয়া হরিদাস রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিকট হরিদাসের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"

হরিদাস নিরাশ হৃদয়ে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ছোট হরিদাসের জন্য ভক্তগণ দুঃখিত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্যের হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়ে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইত।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শেষ জীবন নীলাচলেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণসহ প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন ও হরিসংকীর্ত্তন করিয়া মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেন। নীলাচলবাসী নরনারীগণ তাঁহার লীলা দর্শন করিয়া প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। একবার শরতকালের এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণসহ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাসের শ্লোক পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন। তিনি ক্রমে আইটোটায় উপস্থিত হইলেন এবং সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি দর্শনে ভাবে বিভোর হইয়া দ্রুতগতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ভক্তগণ কিন্তু ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া নানা স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রভুর অন্তর্দ্ধান হইয়াছে স্থির করিলেন। যে শ্রীচৈতন্যদেবকে ক্ষণকাল দর্শন না করিলে ভক্তগণ অস্থির

হইয়া পড়িতেন তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা অধীর হইলেন এবং ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিন্তু প্রভুর অন্বেষণে নিরস্ত থাকিলেন না। সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে জনৈক ধীবর আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভক্তগণ তাহাকে আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ধীবর উত্তর করিয়াছিল, "অদ্য আমার জালে একটী মৃতদেহ পড়িয়াছে। জাল হইতে মৃতদেহটী ছাড়াইয়া ফেলিবার জন্য আমি যেমন উহা স্পর্শ করিলাম, অমনি আমার এইরূপ অবস্থা হইল।" ভক্তগণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁহারা ধীবরের সহিত গমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রাণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনশূন্য দেহ বালুকার উপর পতিত রহিয়াছে। অনেকের মতে এই দিনই শ্রীচৈতন্য সমগ্র বঙ্গবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অন্তর্হিত হন, কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তারা বলিয়া থাকেন যে ইহার পর প্রভু আরও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। যাহা হউক ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়।

"শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান।”

(চৈঃ। চরি)

চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে বঙ্গদেশে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধর্ম্মের অবনতি হইলে কোনও না কোন মহাপুরুষ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যখন তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের প্রকৃত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পশুহনন মদিরাসেবন প্রভৃতি কুকার্য্যে প্রকৃত ধর্ম্মকে কলঙ্কস্পৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যচন্দ্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য বঙ্গ আকাশে উদিত হইয়াছিলেন।

“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥”

এবং

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরি॥”

এই দুইনীতি প্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের আদর্শ নীতি ছিল। কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে পূজা করিতেন। শ্রীচৈতন্য ভক্ত কি ভগবান ইহার

মীমাংসার জন্য নবদ্বীপ রাজবাটীতে করলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহাতে এই উত্তর পাওয়া গিয়াছিল যে, "চৈতন্যো ভগবদ্‌ভক্তো নচ পূর্ণোনচাংশকঃ।" যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন তাঁহারা উক্ত পংক্তির এইরূপ অর্থ করিয়াছিলেন যে, চৈতন্য ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন কিম্বা অংশাবতারও নহেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতেন তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন যে, চৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, তিনি ভক্তও নহেন অংশাবতারও নহেন। যাহা হউক প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়াই মনে হয়। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আনয়ন করিয়াছিলেন, ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায় তাহা অদ্যাপি ভারতভূমিকে সুশীতল করিতেছে। কত তাপিত হৃদয় তাহা হইতে শান্তি এবং কত নিরাশ হৃদয় তাহা হইতে আশা প্রাপ্ত হইতেছে। যাহা শুষ্ক ও কঠোর ছিল তাহা আর্দ্র ও সরস হইয়াছে। তাঁহার অভ্যুদয় হইতে জাতীয় প্রকৃতির ন্যায় জাতীয় ভাষাতেও এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গভাষা তাঁহার এবং তাঁহার ভক্তগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে অবদ্ধ আছে। তিনি স্বয়ং কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার

মনস্বী ভক্তগণের রচিত বহু গ্রন্থ হইতে অদ্যাপিও জন-সাধারণে রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। যতদিন বাঙ্গালীজাতির ও বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম এজগত হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

সম্পূর্ণ।